বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সিনড ও সিনোডালিটি বিষয়ক সেমিনার

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৪ • ৭ - ১৩ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মাণ্ডলীক জীবনে সহযাত্রা

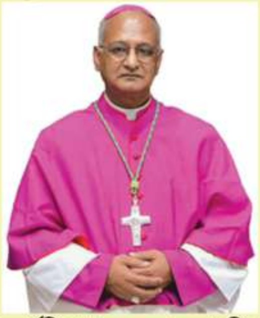

প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি

ক্ষণজন্মার সাথে ক্ষণ সাক্ষাৎ

বিদায়ের পাঁচ বছর
নির্জন ব্লেইস সরকার

Nirjon Blaise Sarker
জন্ম : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাবা নির্জন-
তুমি ছিলে, তুমি আছো,
তুমি থাকবে চিরদিন আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

প্রকৃতি ও জীবন তার আপন গতিতেই চলবে এটাই নিয়ম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো তার অতি প্রিয়জনকে হারানো। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে বছর চলে যাচ্ছে, যে দিনে পরম পিতা বাহ্যিকভাবে তোমাকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সেদিন ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, যেদিন পরম পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তোমাকে। আর একইভাবে সেদিন ৭ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ছিল সর্বোচ্চ কষ্টের দিন যেদিন পরম পিতার কাছে আমাদের ছেড়ে আবার চলে গেলে।

বাবা, তুমি তোমার মায়ের গলায় ধরে মাত্র পাঁচ বছর আগেই বলেছিলে ***"মা তুমি আমার পৃথিবী আর ফাগুন আমার হার্ট, আমি সারাজীবন তোমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো মা কিন্তু আমার হার্টটা শুধু মৃত থাকবে ।"*** সত্যি বাবা তুমি আমার পৃথিবীতে বেঁচে আছো, কিন্তু তোমার হার্টটা মৃত। তুমি আমার হৃদয়েই বেঁচে আছো তোমার সমস্ত সৃজনশীলতাকে নিয়ে। আর আমরা এটা ভাবি বলেই আমরাও বেঁচে আছি বাবা। তুমি একটু বেশি আগেই তোমার প্রিয় যিশুর কাছে চলে গেছ কারণ এ বিষয়ে তো জীবিত কোনো মানুষের হাত নেই একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তাঁর পরিকল্পনা। আমি এটা ভেবে কষ্টের মাঝেও আনন্দ পাই যে, তুমি ছিলে একজন বহু গুণের অধিকারী মূল্যবোধ সম্পন্ন ছেলে আর তাই মানুষকে ভালোবেসেই পৃথিবী ত্যাগ করেছ। তোমার এই ভাল শব্দটা ভেবেই কেবল আমরা বেঁচে আছি।

বাবা, মনেই হয়না যে তিনটা বছর পার হয়ে গেল। মনে হয় সার্বক্ষণিকই তোমাকে দেখছি এবং ভাবছি হয়েতো কোথাও বেড়াতে গিয়েছ আবার চলে আসবে বলে অপেক্ষায় আছি। সোনাবাবা, তোমার তো যাওয়ার কথা ছিল না কেন এমনটি হলো বলতে পার? জানি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মৃত্যুই মানুষের শেষ ঠিকানা। এই পৃথিবীতে কেবল আমরা স্বল্প সময়ের জন্য বেড়াতেই আসি। সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে ঈশ্বরের রাজ্যে যেটা আমাদের আসল ঠিকানা। কিন্তু তারপরও প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত তোমার অভাব অনুভব করি যা কোনভাবেই প্রকাশ করা যায় না যদিও ঈশ্বরের মাধ্যমে তোমার দিদি ও দাদাকে পাঠিয়েছ আমাদের সান্নিধ্যে। যারা মা বলে আমার হৃদয়টার কষ্ট কমানোর চেষ্টা করে। আমাদের হৃদয়টা ব্যথায় ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোন ভাষা আসছে না মনে, লিখতে বসে হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। তুমি ছিলে আমাদের হৃদস্পন্দন। আচমকা এক কালবৈশাখী এসে সেই হৃদস্পন্দনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

Nirjon Blaise Sarker

বাবা, তোমার ঘর তোমার সখের ছবি, খেলার জিনিস, ক্রুশে যিশুর ছবি দিয়ে সাজিয়েছি। পুরোঘরটি তোমার জিনিস দিয়ে স্মৃতিময় হয়ে আছে। শুধু তুমি শারীরিকভাবে উপস্থিত নাই। তাই তোমার ছবিটাই প্রতিদিন বুকে জড়িয়ে থাকি আর বলি বাবা তোমাকে অনেক ভালবাসি, তুমি থাক তোমার প্রিয় যিশুর কাছে। আমরা কেবল আছি একটি ছায়াহীন, মালিহীন কষ্টের বাগানে। তোমার প্রদানকৃত অসংখ্য স্মৃতি যেমন আর্টকৃত অসংখ্য ছবি, গান, অসংখ্য গল্পের বই, ধর্মীয় বই ও পবিত্র শিশুতোষ বাইবেল, প্রিয় জামা, গিটার, হারমোনিয়াম-তবলা, সৃজনশীল খেলনা, অসংখ্য ছবি, ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের জিনিস, তোমার প্রতিযোগিতার অনেক উপহার, মূল্যবোধ সম্পন্ন সংগৃহীত অসংখ্য বাক্য, ভিডিও ইত্যাদি হৃদয়ে ধারণ করেই বেঁচে আছি ও থাকবো। তোমার প্রিয় কিটিটিও (ডগ) আর বেঁচে নেই। তোমার দাদু ও বড় কাকাও তোমার কাছে চলে গিয়েছে। তোমার কথা স্মরণ করে তাদের কবরে তোমার পক্ষে মাটি দিয়েছি। তোমার হাজারো প্রিয় বন্ধুরা ও শিক্ষকগণ তোমাকে প্রচুর মিস করে। নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবনের সামনের পথ এগুতে যখন খুব কষ্ট হচ্ছিল ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছো। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গের দূত, পিতা তোমাকে তার শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। একদিন আমরাও প্রভুর রাজ্যে তোমার কাছে যাব।

শোকাহত-

মা ও বাবা (প্রভা ও যোসেফ) এবং ঠাকুমা, কাকা-কাকীমা, পিসা ও পিসিমা, প্রিয় মাসিমা (রেখা ও শিরিন) ও মেসো, প্রিয় মামা (মঞ্জু, দিলীপ, মলয়, বিপুল) ও প্রিয় মামী (আগ্নেস, শান্তি, সুফলা, স্বর্ণ, জলি ও হিমানী) প্রিয় দাদা (মিঠু, সাকীব, রাফি, প্রবীর, পল্লব, জুয়েল, ম্যাগডোনাল্ড, জেরী, শিপন, নিরেন, রনাল্ড, স্টিভ) ও প্রিয় বৌদি-(মিতা, স্যান্ডি, রুপালী ও লিমা)-প্রিয় দিদি (সিস্টার রুমা-শান্তিরাণী, সিস্টার ফ্লোরা-সিস্টারস্ অব চ্যারিটি, জেকসী, লিজা, জুবিলেট, তনুশ্রী, মৌটুসী), প্রিয় বোন (মৌ, দীপিতা, অমৃতা, প্রিয়াঙ্কা ও মুগ্ধতা), প্রিয় ভাই (প্রজন্ম ও প্রাবল্ল , দীপ, দীপ্ত) প্রিয় ভাইজি (রূপম, রীদি, নিলাদ্রি, ঐন্দ্রিলা), প্রিয় ভাগ্নি/ভাগ্নে (অপসরী, এঞ্জেল, সানভি, সৌর্য, এইডেন, এলিনা) প্রিয় ভাইপো- স্পর্শ

বিজ্ঞ/১৫২/২৪

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২৪
০৭ জুলাই - ১৩ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৩ আষাঢ় - ২৯ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু
যোসেফ ইভান্স গমেজ

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail:
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মণ্ডলীতে সিন্ডিকেট নয় সিনোডালিটি প্রয়োজন

সিন্ডিকেট (Syndicate) ও সিনোডালিটি (Synodality) দুটোই বিদেশী শব্দ। সিন্ডিকেটের ধারণা আমাদের কাছে অনেকটা বোধগম্য এবং শব্দটি পরিচিত। অন্যদিকে সিনোডালিটি মাণ্ডলীক পর্যায়ে অধুনা বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ যার অর্থগত ধারণা আমাদের সমাজে আগে থেকেই বিদ্যমান। সিন্ডিকেট শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে আসলেও এর ব্যুৎপত্তি গ্রীক শব্দ σύνδικος /syndikos থেকে যার অর্থ একটি সমস্যার তত্ত্বাবধায়ক। তাই সিন্ডিকেট হলো এমন একটি দল যারা একসাথে কাজ করে। এটি এমন একটি কাউন্সিল, সংঘ যা নির্দিষ্ট কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে কাজ করে। এ কাজ ভালো কিংবা খারাপ দুইই হতে পারে। অন্যদিকে সিনোডালিটি শব্দটি গ্রীক শব্দ σύν/syn 'একসাথে' এবং ὁδός/odos 'পথ, যাত্রা' অর্থাৎ একসাথে যাত্রাকে নির্দেশ করে। কাথলিক মণ্ডলীতে সিনোডালিটি শব্দটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও অবধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। সিনোডালিটি এমন একটি বিশেষ স্টাইল যা কাথলিক মণ্ডলীর জীবন ও মিশনকে যথার্থ করে তোলে। এটি আবার সকল ঐশজনগণের মাণ্ডলীক জীবন ও মিশনে সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণকে বোঝায়। আর সকলের অংশগ্রহণ যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন তা সিনোডালিটিতে পরিণত হয়। সিন্ডিকেট ও সিনোডালিটির মধ্যে মূল পার্থক্যটা হলো উদ্দেশ্য ও মনোভাবের। সিন্ডিকেটে কিছু মানুষ অংশ নিতে পারে আর সিনোডালিটিতে সকলের অংশগ্রহণ থাকে।

২০২১ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিনড অব সিনোডালিটি আহ্বান করেন। মাণ্ডলীক ঐতিহ্য অনুযায়ী সারাবিশ্বের বিশপগণ সিনডে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু পোপ ফ্রান্সিস সকলকেই অংশগ্রহণ করাতে চাইলেন। আর সেজন্যেই সিনডের নামকরণ করেন সিনড অব সিনোডালিটি। যার মূল তিনটি স্তম্ভ : মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশন। সকল ঐশজনগণের মাঝে সিনোডালিটি বোধ আসলেই মণ্ডলী সিনোডাল হয়ে ওঠবে। গত তিনবছর ধরে বিশ্ব মণ্ডলীতে সিনোডাল চার্চ নিয়ে আলোচনা, সেমিনার ও লেখালেখিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম কম হয়নি। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ মণ্ডলীতেও বিষয়টি সর্বজনীনতায় রূপ পেয়েছে। সকল ধর্মপ্রদেশেই সাধারণ আলোচনা : মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ; অন্যকথায় খ্রিস্টে দীক্ষিত ব্যক্তিদের একসঙ্গে যাত্রা। এই যাত্রাতে মানব ব্যক্তির সাথে প্রকৃতিকেও স্থান দিতে হবে। কেননা প্রকৃতিকে যত্ন নেবার দায়িত্ব ঈশ্বর মানবের উপর অর্পণ করেছেন। তাই সিনোডাল চার্চের এই যাত্রাপথ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয়।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে সিনড ও সিনোডালিটি নিয়ে গত ২৭-২৯ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আসাদগেইটে অবস্থিত সিবিসিবি সেন্টারে ৩দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ভাটিকানের সিনড বিষয়ক জেনারেল সেক্রেটারিয়েটের আণ্ডার সেক্রেটারী সিস্টার নাতালি বলেন, সিনোডালিটি হলো মণ্ডলী গঠনে একটি নতুন স্টাইল এবং চলমান একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াতে বিশপগণ যাজকদের নিয়ে আত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খ্রিস্টভক্তদের সঙ্গে সহযোগিতার লক্ষ্যে খোলাখুলি আলোচনা করেন। সিনোডাল চার্চে সকলেই অর্ন্তভূক্ত। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, একই ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে একসঙ্গে যাত্রা, যাতে মণ্ডলী যে ঈশ্বরের দান, তা যেন সকলে মিলেমিশে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। সিনড বিশপদের ধর্মসভা হলেও পোপ মহোদয় সিনোডালিটি বলতে গিয়ে জোর দিয়েছেন 'ভক্তসমাজকে'। তিনি বলেন, 'সিনড কোন সংসদ নয়, মতামত অনুসন্ধান করাও নয় কিন্তু 'ভক্তসমাজ' - যার প্রাণ হলেন পবিত্র আত্মা। এই পবিত্র আত্মা যেন মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়। সেজন্যে এই সহযাত্রা, লেনদেন ও সহভাগিতা। যেন এর মধ্যদিয়ে ভক্তগণ ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে পারে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পারে যিশুর শিক্ষা, 'আত্মিক শক্তি ও জীবন'। ফলে ভক্তগণের মাঝে যেন সঞ্চারিত হয় 'প্রেরণ দায়িত্ব'। বাংলাদেশ মণ্ডলীর সকল সদস্যই প্রেরণ দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে অনেকেই নিজেদের কথা বলা ও মতামত দানের সুযোগ পান না। বিশেষভাবে নারী, শিশু ও যুবদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জড়িত করা দরকার। একইভাবে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রেও মনোভাবের পরিবর্তন খুব বেশি প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে খ্রিস্টান সমাজে নেতৃত্ব দান সিনোডাল না হয়ে সিন্ডিকেট পর্যায়ে রয়েছে কি না তা আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

সিনোডালিটি নিয়ে বিশপদের সিনড এ বছর অক্টোবরে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যাবার কথা নয় সিনোডাল আন্দোলন। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে খ্রিস্টমণ্ডলী ছোটো একটি সমাজ-যেখানে একসাথে যাত্রা বা সহযাত্রা ভক্তসমাজের মধ্যে নিরাপত্তা ও উৎসাহ বাড়াবে। তার আগে মাণ্ডলীক কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তৃণমূল পর্যায়ে পরিবর্তন আনার জন্য আগামী দিনের সিনোডাল চার্চ নিয়ে টেকসই পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যে পরিকল্পনার মূলে থাকবে সকল মানুষ; বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগণ। †

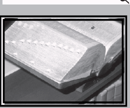

যীশু তাদের বললেন,'নবী কেবল নিজের দেশে, নিজের আপনজন ও পরিবার- পরিজনদের মধ্যেই অসম্মানিত। (মার্ক ৬: ৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

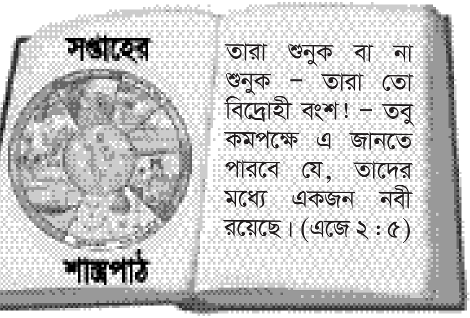

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৭ জুলাই - ১৩ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

০৭ জুলাই, রবিবার

এজে ২: ২-৫, সাম ১২৩: ১-৪, ২ করি ১২: ৭-১০, মার্ক ৬: ১-৬

০৮ জুলাই, সোমবার

হোসে ২: ১৬-১৮, ২১-২২, সাম ১৪৫: ২-৯, মথি ৯: ১৮-২৬

০৯ জুলাই, মঙ্গলবার

সাধু আগষ্টিন ঝাও রং, যাজক এবং **সঙ্গীগণ**, সাক্ষ্যমরণ

হোসে ৮: ৪-৭, ১১-১৩, সাম ১১৫: ৩-৯, ১১, মথি ৯: ৩২-৩৮

১০ জুলাই, বুধবার

হোসে ১০: ১-৩, ৭-৮, ১২, সাম ১০৫: ২-৭, মথি ১০: ১-৭

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

সাধু বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ, *স্মরণদিবস*

হোসে ১১: ১-৪, ৮-৯, সাম ৮০: ১-২, ১৪-১৫, মথি ১০: ৭-১৫

১২ জুলাই, শুক্রবার

হোসে ১৪: ২-১০, সাম ৫১: ১-২, ৬-৭, ১০-১২, ১৫, মথি ১০: ১৬-২৩

১৩ জুলাই, শনিবার

সাধু হেনরী, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ

ইসা ৬: ১-৮, সাম ৯৩: ১-২, ৫, মথি ১০: ২৪-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৭ জুলাই, রবিবার

+ ১৯৫৮ সি. এম. আগাথা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সি. মারীসেলিন, এসএমআরএ

০৮ জুলাই, সোমবার

+ ২০১৭ সি. মেরী লুইস, আরএনডিএম

০৯ জুলাই, মঙ্গলবার

+ ১৯৫১ ফা. অত্তোরিনো পেদ্রোত্তি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৩ সি. জন লাপোয়াঁত, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ সি. মেরী জেম্‌স দেশাই, আরএনডিএম
+ ২০২১ সি. মেরী সহায় এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২২ সি. মেরী বার্নার্ড, এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ জুলাই, বুধবার

+ ১৯৭০ ফা. মারিও কিওফী, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ সি. মেরী বেনেডিক্টস্ পিসিপিএ (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফা. বনিফাস মুর্মু (দিনাজপুর)

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৭৪ ফা. জের্ভে লাপিয়ের, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১২ জুলাই, শুক্রবার

+ ২০১৯ ফা. পরিমল এফ. পেরেরা, সিএসসি (ঢাকা)

১৩ জুলাই, শনিবার

+ আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি এর মৃত্যুবার্ষিকী (২০২০)
+ ১৯৯৭ ব্রা. ফেলিক্স শন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ফা. চেসারে পেশে, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সি. মেরী ভির্জিনিয়া, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ সি. দিপালী গমেজ, এসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ ফা. পল ডি'রোজারিও [জয়গুরু] (রাজশাহী)
+ ২০২০ আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

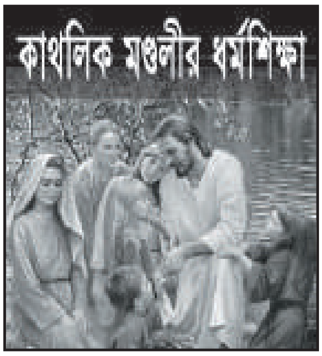

১৭৫৬ সুতরাং একটি মানবিক ক্রিয়ার নৈতিকতা যাচাই করতে গিয়ে, কেবলমাত্র তার প্রেরণাদায়ী উদ্দেশ্য বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা (পরিবেশ, সামাজিক চাপ, অমনোযোগ অথবা জরুরী অবস্থা, ইত্যাদি) যা ক্রিয়ার প্রসঙ্গ সৃষ্টি করে কেবলমাত্র এ-সবকে বিবেচনা করলে ভুল হবে। কোন কোন ক্রিয়া আছে যা তাদের উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ক্রিয়ার লক্ষ্যের কারণ ছাড়াই সব সময় গুরুতরভাবে বিধান-বিরুদ্ধ; যেমন ঈশ্বর-নিন্দা, মিথ্যা শপথ, নরহত্যা ও ব্যভিচার। কেউ ভাল ফল পাবার আশায় মন্দ ক্রিয়া করতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

১৭৫৭ মানবিক ক্রিয়া নৈতিকতার তিনটি “উৎস” হল ক্রিয়ার লক্ষ্য, ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

১৭৫৮ মনোনীত ক্রিয়ার লক্ষ্য ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে সে-ভাবে, যে-ভাবে বুদ্ধিশক্তি জানা ও বিচার করার মধ্য দিয়ে নৈতিকভাবে ভাল অথবা মন্দ বলে প্রতিপন্ন করে।

১৭৫৯ "একটি মন্দ ক্রিয়া ভাল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে ভাল বলে বিবেচিত করা যায় না"(দ্র : সাধু টমাস আকুইনাস, Dec praec,৬)। উদ্দেশ্য ক্রিয়াকে (উপায়) ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না।

১৭৬০ নৈতিকভাবে একটি ভাল ক্রিয়া হতে হলে তার লক্ষ্য, ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভাল হতে হবে।

১৭৬১ কিছু কিছু ক্রিয়া আছে যা বেছে নেওয়া সর্বদাই মন্দ, কেননা বেছে নেওয়ার মধ্যে ইচ্ছাশক্তিরই অ-নিয়ম জড়িত থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়াগুলো নৈতিকভাবে মন্দ হয়ে যায়। কেউ ভাল ফল লাভের আশায় মন্দ ক্রিয়া করতে পারে না।

ধারা - ৫

প্রবৃত্তিমূহের নৈতিকতা

১৭৬২ মানবব্যক্তি তার স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়ার দ্বারা পরমসুখের উদ্দেশে চালিত: প্রবৃত্তি অথবা অনুভূতিসমূহ মানুষকে সেই পরমসুখের দিকে চালিত করে এবং সেই কাজে ভূমিকা রাখে।

॥ ক ॥ প্রবৃত্তিসমূহ

১৭৬৩ “প্রবৃত্তি” শব্দটি খ্রীষ্টীয় পৈতৃক-ঐতিহ্যের একটি শব্দ। অনুভূতি অথবা প্রবৃত্তিসমূহ হচ্ছে আবেগ ও ইন্দ্রিয় ক্ষুধার গতিময়তা, যা কোন-কিছুকে ভাল বা মন্দ হিসেবে অনুভব বা কল্পনা করে, সে বিষয়ে কোন-কিছু করা বা না-করার আকর্ষণ।

১৭৬৪ প্রবৃত্তিসমূহ মানব মনের কয়েকটি স্বাভাবিক উপাদান; এগুলো ইন্দ্রিয়-জীবন ও মানস- জীবনের মধ্যকার চলার পথ ও উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের নিশ্চয়তা বিধান করে। আমাদের প্রভু মানুষের হৃদয়কে উৎসরূপে অভিহিত করেছেন যেখান থেকে বেরিয়ে আসে প্রবৃত্তিসমূহ।

১৭৬৫ প্রবৃত্তিগুলো সংখ্যায় অনেক। তাদের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক প্রবৃত্তি হল ভালবাসা, যার উৎপত্তি হয় মঙ্গলের প্রতি আকর্ষণ থেকে। ভালবাসা অবর্তমান মঙ্গলের প্রতি একটা বাসনা জাগায় ও তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে; এ গতির সমাপ্তি ঘটে মঙ্গল-লাভে তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতিতে। মন্দতার বিষয়ে সচেতনতা, আসন্ন মন্দতার প্রতি ঘৃণা, বিমুখতা, ও ভয় জাগিয়ে তোলে। বর্তমান কোন মন্দতার প্রতি দুঃখ বা তার প্রতি প্রতিবাদী ক্রোধের মধ্য দিয়ে এ গতির সমাপ্তি ঘটে।

ফাদার মিঠু পালমা, সিএসসি

সাধারণ কালের ১৪শ রবিবার

১ম পাঠ : এজেকিয়েল ২: ২-৫
২য় পাঠ : করিন্থিয় ১২: ৭-১০
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ৬: ১-৬

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আজ হল সাধারণকালে ১৪ তম রবিবার। আজকের পাঠগুলোর মাধ্যমে আমরা শুনতে পাবো ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করছেন যাতে করে তার একমাত্র পুত্রের উপর আমরা বিশ্বাস ও আস্থা রাখি। কেননা পরিত্রাণ আসে বিশ্বাসের ফলেই। অন্যদিকে অবিশ্বাসের ফল কিন্তু ধ্বংস ও মৃত্যু। প্রবাদে বলা হয় 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহু দূর'। আমরা অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করতে পারি। কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত কোন সমাধান আসবে না বরং তৈরি হবে সম্পর্কের টানাপোড়া। কিন্তু বিশ্বাস ও আস্থার ফলে নেমে আসবে শান্তি ও সমাধান। আর তাই প্রভু যিশু আমাদের আহ্বান করেন, যাতে আমরা বিশ্বাসে বলিয়ান হতে পারি এবং লাভ করতে পারি পরিত্রাণ।

আজকের প্রথম পাঠে আমরা শুনতে পাবো, ঈশ্বর প্রবক্তা এজেকিয়েলকে পাঠাচ্ছেন তার আপন জাতি ইস্রায়েলের কাছে। যারা কিনা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তবুও তাদের কাছে প্রবক্তাকে প্রেরণ করছেন যাতে করে তারা বুঝতে পারে ঈশ্বরের মহানুভবতা ও তাঁর ভালবাসা। অন্যদিকে ২য় পাঠে আমরা শুনতে পাবো, সাধু পল নিজের দুর্বলতার জন্যে গর্বই করছেন কেননা এই দুর্বলতাই তাকে করে তুলেছে শক্তিমান। অর্থাৎ আমি যেন আমার দুর্বলতাকে কখনও উপেক্ষা না করি বরং তা যেন তুলে ধরি প্রভুরই কাছে যিনি আমাকে সবল ও শক্তিশালী করতে পারেন।

আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই 'বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস'। প্রভু যিশু তার আপন শহরে গিয়েছেন কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাকে বিশ্বাস করেনি। লোকেরা তাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেছে। তারা তাকে গ্রহণ করেনি এবং তার কাজের জন্য স্বীকৃতিও দেয়নি। যার কারণে যিশু নিজেই আশ্চর্য হয়েছেন এবং বলেছেন, "প্রবক্তা শুধু নিজের দেশে, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনদের কাছেই অসম্মানিত হন।" পরবর্তীতে তিনি সেখানে তেমন কোন অলৌকিক কাজও করেননি কেননা লোকদের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি ছিল।

সেই লোকেরা যিশুকে ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন-কিভাবে তিনি বড় হয়েছেন। তারা ভালোভাবেই জানতো যে তার পরিবার তেমন শিক্ষিত ছিল না। তিনি কোন বড় পণ্ডিতের কাছ থেকে কিংবা কোন বড় ধরণের প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষা লাভ করেননি। কেবলমাত্র বাড়িতে তার পিতার কাজেই তিনি সাহায্য করতেন। আর কিভাবে তিনি এত জ্ঞানগর্ভ কথা বলছেন এবং অলৌকিক কাজ করছেন তা লোকদের কাছে ছিল বিস্ময় ও আশ্চর্যের কারণ। লোকেরা যিশুর সেই ক্ষমতার কথা শুনতে পেয়েছিলেন এবং এর প্রমাণও পেয়েছিলেন কিন্তু তাদের সেই মনোভাব থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি, যার কারণে তারা তাকে অবজ্ঞা করেছে ও অস্বীকার করেছে।

যদি আমরা পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিভিন্ন ঘটনা দেখি তবে বুঝতে পারবো কিভাবে বিশ্বাসের ফলে মানুষ পরিত্রাণ পেয়েছে; অন্যদিকে অবিশ্বাসের ফলে নেমে এসেছে চরম পরিণতি ও ধ্বংস। ঈশ্বর নোয়াকে বলেছিলেন যে মানুষের পাপের ফলে ধ্বংস নেমে আসবে (আদিপুস্তক)। নোয়া ঈশ্বরের সেই কথায় বিশ্বাস করেছিলেন এবং তিনি ও তার পরিবার জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু লোকেরা তার সেই কথায় বিশ্বাস করেনি বলেই সেই মহাপ্লাবনে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের কারণেই আব্রাহাম হয়ে উঠেছেন জাতির পিতা। অবিশ্বাসের কারণে মরুভূমিতে হাজারও ইস্রায়েল জাতির লোক মৃত্যুবরণ করেছিল, এমনকি মোশীও শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুত দেশে পৌছতে পারেননি। "পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তার একমাত্র পুত্রকে তিনি দান ক'রে দিয়েছেন, যাতে, যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন"*(যোহন ৩:১৬)*। অর্থাৎ পরিত্রাণ পেতে হলে অবশ্যই ঈশ্বর পুত্রে বিশ্বাস রাখতে হবে। "উত্তরে যিশু শিষ্যদের বললেন: "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ! আমি তোমাদের সত্যিই বলছি কেউ যদি ওই পাহাড়টাকে বলে: 'ওখান থেকে উঠ, সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়!', আর তার অন্তরে কোন সংশয় না থাকে, বরং এই বিশ্বাস থাকে যে, সে যা বলেছে তা ঘটবেই, তাহলে তার জন্যে সত্যিই তা ঘটানো হবে"*(মার্ক ১১:২২-২৩)*। নতুন নিয়মে অনেক আশ্চর্য কাজ দেখতে পাই যা কেবলমাত্র ঘটেছে বিশ্বাসের কারণেই। যেমন-কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য লাভ, রোমীয় শতানিকের চাকরের সুস্থতা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের সুস্থতা, বারো বছর যাবৎ রক্তস্রাবে ভোগা সেই স্ত্রীলোক, সমাজনেতার সেই বার বছরের ছোট্ট কণ্যার জীবন লাভ, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ-এরকম আরও বহু অলৌকিক ঘটনা রয়েছে যেখানে বিশ্বাসের প্রমাণ আমরা দেখতে পাই। আমরা যিশুকে জানি, তাকে বিশ্বাস করি। আমাদের বিশ্বাস কি সেই লোকদের মত, নাকি আমরা নিঃসন্দেহে তার উপর আস্থা ও ভরসা রাখতে পারি? যিশু আজ আমাদের আহ্বান করছেন আমরা যেন বিশ্বাসে বলিয়ান হই, আমাদের মনোভাবকে পরিবর্তন করতে পারি এবং তাকে আমাদের পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকার করতে পারি, তবেই আমাদের জীবনে তার সেই আশ্চর্য কাজ আমরা প্রত্যক্ষ ও অভিজ্ঞতা করতে পারবো।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জরুরি ভিত্তিতে ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিঃ (NICL) এর জন্য "জুনিয়র অফিসার-বিজনেস ডেভেলপমেন্ট" পদে ৪ (চার) জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের কে আগামী ১৫ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জীবন বৃত্তান্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিম্নোক্ত E-mail এ প্রেরণের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বি. দ্রঃ অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিঃ (NICL)

Email: bdm.nicl@gmail.com

বিজ্ঞ: ১৫৭/২৪

মাণ্ডলিক জীবনে আমাদের সহযাত্রা

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

সহযাত্রিক মণ্ডলীর ধারণা একটি প্রচলিত ধারা, চলমান প্রক্রিয়া ও বাস্তবতা। মাণ্ডলিক জীবনে বর্তমানে খুবই প্রচলিত ও ব্যবহৃত বিষয় হচ্ছে 'সহযাত্রিক মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ (Synodal Church: communion, participation and mission)'। যিশুকে অনুসরণ করেই খ্রিস্টীয় জীবন প্রবাহমান। "মণ্ডলী হল খ্রিস্টের দেহ; আর তাঁর পরিপূর্ণতা সব কিছুই সমস্ত দিক দিয়ে পূর্ণ করে" *(এফেসীয় ১:২৩)*। যিশু খ্রিস্ট সবকিছুর পূর্ণতা দান করেন, কারণ; "খ্রিস্ট হলেন দেহের মস্তক সেই দেহ হচ্ছে মণ্ডলী" *(কলসীয় ১:১৮ক)*। মাণ্ডলিক জীবনধারা ও বৈশিষ্ট্য সহযাত্রিক/সিনোডাল তা পরিলক্ষিত হয় যিশুর আহবান ও আদি মণ্ডলীর জীবনধারায়। যিশু, ঐশরাজ্য ঘোষণা করে মন পরিবর্তনের আহবান জানান ও শিষ্যদের আহবান করে একটি দল/সংঘ/সমাজ গঠন করেন *(দ্রঃ মার্ক ১:১৫-২০)*। যিশুর প্রেরণকাজ ও ঐশরাজ্য প্রচারে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছে *(দ্রঃ লুক ৮:১-২)*। যিশু একা একা ঐশরাজ্য গঠন করতে চাননি। তিনি সহকর্মী (শিষ্যদের) আহ্বান করেছেন, সংঘ/দল গঠন করেছেন ও তাদেরকে মানুষ ধরা জেলে হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আদি মণ্ডলীতে সবাই একসঙ্গে একপ্রাণ হয়ে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করত ও সবাই নিয়মিতভাবে বাণী অনুষ্ঠান করে রুটিছেঁড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭)*। একত্রিত হওয়া, একসাথে চলা, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কাজে (communion, participation and mission) নিয়োজিত হওয়া মণ্ডলীর চলমান প্রক্রিয়া। আমরা (মণ্ডলী) এই জগতে তীর্থযাত্রী। এই যাত্রায় আমি/আমরা একা নই, সহযাত্রিক।

সিনোডাল (Synodal) মণ্ডলী:- সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী বুঝতে হলে আমাদের সিনোডাল (Synodal) শব্দটির অর্থ বুঝতে হয়। Synod শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যার অর্থ sun (with) সাথে ও ados (path) পথ। Synod I Synodality বলতে বুঝায় ঈশ্বরের জনগণ হিসাবে একত্রে পথ চলা। অন্যের সাথে চলা, একা নয়। অন্যের সহযাত্রী ও শোনা এবং ঈশ্বর কি বলতে চান তা অনুধাবন করা। সঙ্গীর সাথে চলা ও সহভাগিতা করা যেখানে মিলনও দৃশ্যমান। মাণ্ডলিক ভাবনার ধারায় তীর্থযাত্রী মণ্ডলীকে বুঝান হয়।

মণ্ডলী:- মণ্ডলী হল বিশ্বাসী জনগণের সমাবেশ/মিলন সমাজ। মণ্ডলী মানেই একের অধিক। কোন মানুষ যেমন একা বাঁচতে পারে না, তেমনি একা মণ্ডলী হয় না। মণ্ডলী কোন বিল্ডিং/দালান নয়; বরং বিশ্বাসী জনগণের সমাবেশ। সেইজন্যই খ্রিস্টীয় সমাজ/দল (মণ্ডলী) গঠিত না হলে কোন বিল্ডিং/দালান তৈরি/গঠিত হয় না। মণ্ডলী (Church) শব্দের মধ্যেই মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ বিদ্যমান। মণ্ডলীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল খ্রিস্ট যিশুকে অনুসরণ করা ও মিলন সমাজ (মণ্ডলী) গঠন করা। সিনোডাল মণ্ডলী, যেখানে আছে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ (communion, participation and mission)। ঈশ্বরের ভক্তজনগণ, যিশুকে অনুসরণ করে একত্রে চলে। একত্রিত জীবনধারায় যিশু "পথ, সত্য ও জীবন" *(যোহন ১৪:৬)* হয়ে আমাদের (মণ্ডলী) মাঝে উপস্থিতি। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা খ্রিস্টের নামে খ্রিস্টান নাম ধারণ করে চলে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বলা হয় খ্রিস্টের অনুসারী। সিনোডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী গঠনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে পোপ মহোদয় আমাদের মনে করিয়ে দেন; মণ্ডলী হল ঐশ প্রতিষ্ঠান (Divine Institution) ও এই প্রতিষ্ঠানে সবাই সমান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের দাবীদার।

মাণ্ডলিক জীবন ও সহযাত্রা:- যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেন; "তোমরা জগতের সর্বত্র যাও, বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" *(মার্ক ১৬:১৫)* ও প্রতিশ্রুতি দেন; "আমি জগতের শেষদিন পর্যন্ত সর্বদা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" *(মথি ২৮:২০)*। যিশুর এই আদেশ ও প্রতিশ্রুতি আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে চলতে ও প্রেরণকাজে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। মণ্ডলী প্রতিদিন যিশু খ্রিস্টের আদেশ বাস্তবায়ন করে চলছেন। মণ্ডলী বৈশিষ্ট্যগতভাবেই প্রৈরিতিক *(দ্রঃ বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১)*। পোপ মহোদয়ও গভীর প্রত্যাশায় সবার অংশগ্রহণে একটি প্রৈরিতিক মণ্ডলীর স্বপ্ন দেখেন, যেখানে মণ্ডলী, জগতে সর্বক্ষেত্রে (কাঠামো, কার্যক্রম, ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি) মঙ্গলবাণী ঘোষণার একটি চ্যানেল হয়ে উঠে *(দ্রঃ মঙ্গলসমাচারের আনন্দ # ২৭)*। সহযাত্রিক মণ্ডলী হলে সবার কাছে যাওয়া শোনা ও নিজের জীবনাচরণে সুসমাচার প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব ও অধিকার।

পিতা+পুত্র+পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বরের স্বরূপ, যেখানে আছে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। যিশু স্বয়ং পিতার স্বরূপ, দয়ালু পিতার মুখচ্ছবি, যিনি এই জগতে প্রেরিত হয়েছেন, যিশু পবিত্র আত্মাকে সহায়ক রূপে প্রেরণ করেছেন। এই যে জীবনধারা, এ তো অংশগ্রহণ, মিলন ও প্রেরণের জীবনধারা। তাই যিশু বলেন; "আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ" *(যোহন ১৪:৬)*। যিশুই জীবনের উৎস ও উৎসের কাছে যাবার পথ।

যিশু নিজেই একজন মিশনারী, যিনি প্রেরিত হয়েছেন এই জগতে মানুষের মুক্তির জন্য। যিশু পিতার ভালোবাসার পরিপূর্ণ প্রকাশ। "ঈশ্বর জগতকে এতোই ভালোবাসেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের উপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে" *(যোহন ৩:১৬)*। যিশুর জীবনের সাথে আমাদের জীবন একত্রিত করা, অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করা, অসহায় ও অভাবী মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করে যিশুর সত্য বাণীকে অন্যের কাছে নিয়ে যাওয়া ও সহযাত্রিক হয়ে মিলন সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করা।

সহযাত্রিক মণ্ডলী, খ্রিস্ট মণ্ডলীর জন্মদিন পঞ্চাশত্তমীর পর্বদিন থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছে যা আজও চলমান। যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রেরিত শিষ্যগণের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছেন। ভয়ে মিয়্রমাণ শিষ্যরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যিশুর পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেন; শিষ্যদের ভাষণ শুনে প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দলে যুক্ত হয়েছেন। এই খ্রিস্টবিশ্বাসীরা শুধুমাত্র ইহুদী ছিল না। সেখানে উপস্থিত ছিল নানা দেশ, জাতি, ভাষা ও গোষ্ঠির মানুষ *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:১-১৪;৩২-৩৩;৩৮-৪১)*। মণ্ডলীর জন্মদিনেই প্রকাশ পায় মণ্ডলী সবার জন্য উন্মুক্ত ও সবাই এই মণ্ডলীতে যুক্ত হতে পারে। আর এই মণ্ডলীতে যুক্ত হতে হলে

মনের পরিবর্তন ঘটান দরকার (দ্রঃ *শিষ্যচরিত ২:৩৭-৩৮*)। আমাদের উন্মুক্ত মনের হতে হয়। নিজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অন্যকেও অংশগ্রহণ করার অনুপ্রেরণা দিতে হয়।

আদি মণ্ডলীর জীবনধারায় ধারা ও বৈশিষ্ট্য দেখলে মণ্ডলীর স্বরূপ আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার (দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭)। কেমন হওয়া দরকার সহযাত্রিক/সিনোডাল মণ্ডলী। তারা একত্রে মনোযোগের সাথে প্রেরিতদূতদের দেয়া শিক্ষা শুনতো। একসঙ্গে একত্রে মিলেমিশে থাকত ও নিজেদের মধ্যে সহভাগিতা করত। বিশ্বাসের জীবনে নিয়মিত বাণী অনুষ্ঠান (বাণী পাঠ, শ্রবণ, ধ্যান ও সহভাগিতা) ও রুটিছেঁড়া (খ্রিস্টযাগ) অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংগ্রহণ করতো। আমরা এখানেই খুঁজে পাই মাণ্ডলিক জীবনে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

সহযাত্রিক মণ্ডলী ও বাস্তবতা:- মণ্ডলী হল ঐশ প্রতিষ্ঠান (Divine Institution)। মণ্ডলী খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহ। আমরা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ *(দ্রঃ ১ম করিন্থীয় ১২:২৭)*। আমরা (মণ্ডলী) খ্রিস্টের সাথে যুক্ত। আমরা বিভিন্ন অঙ্গের কাজের মত করে পবিত্র আত্মার দেওয়া দান ও ফলে বিভিন্ন গুনে গুনান্বিত হয়ে *(দ্রঃ ১ম করিন্থীয় ১২:৩-১১)* মণ্ডলীতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে মণ্ডলীকে করে তুলি প্রাণবন্ত ও সক্রিয়। মাণ্ডলিক জীবনে সবার সরব উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কতই না গুরুত্বপূর্ণ!

আমি/আমরা ভুলে যাই আমার/আমাদের দায়িত্ববোধ। একত্রে চলার পরিবর্তে একলা চল নীতিতে চলা। আমি-ই ও আমারটা-ই সেরা, আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আমার কৃষ্টি-সংস্কৃতিই সেরা। ধনী-গরীব উঁচু-নিচু ব্যবধান, দলাদলি, মতভেদ ও দ্বন্দ্ব। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ (জল, বায়ু, শব্দ ও মাটি), অভিবাসন, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টির চলমান জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। "সমস্ত সৃষ্টি ব্যথায় আর্তনাদ করছে" *(রোমীয় ৮:২২)*। অশান্তির আগুনে পুড়ছে সারা জগত। সহযোগিতা ও সহভাগিতা নয়, বরং চারিদিকে হিংসা ও স্বার্থপরতা।

এই সকল পরিস্থিতির কারণেই মণ্ডলীর গতিধারা ব্যাহত হচ্ছে। অংশগ্রহণে সক্রিয়তা, একতা, সবার সঙ্গে চলা ও সহভাগিতা-সহযোগিতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সহযাত্রিক/সিনোডাল মণ্ডলীর ভাবনা আমাকে/আমাদেরকে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যকে (এক, পবিত্র, সার্বজনীন ও প্রৈরিতিক) মনে করিয়ে দেয়। পোপ মহোদয় কর্তৃক নির্দেশিত 'সিনোডাল মণ্ডলী: মিলন অংশগ্রহণ ও প্রেরণ' হওয়ার যাত্রায়, মাণ্ডলিক জীবনে মানব মর্যাদা রক্ষা ও সৃষ্টির যত্নে আমার/আমাদের দায়িত্বকে স্মরণ করতে হয়।

আমাদের করণীয়:- মাণ্ডলিক জীবনে সহযাত্রি হয়ে আমরা সম্মিলিতভাবে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি;

ক) সক্রিয় হয়ে মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করে সবার মঙ্গলের জন্য মণ্ডলীর (কর্তৃপক্ষ) দেওয়া নির্দেশনা শোনা ও পালন করা। "বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হয়ে মনোযোগের সঙ্গে প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করতেন" *(শিষ্যচরিত ২:৪২ক)*।

খ) ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে বাণী পাঠ, শ্রবণ, ধ্যান ও সহভাগিতা (যাপিত জীবন) করা। "ঈশ্বরের বাক্য/বাণী জীবন্ত ও সক্রিয়" *(হিব্রু ৪:১২ক)*। মনে রাখা দরকার বাণী সম্বন্ধে অজ্ঞতা মানে খ্রিস্ট সম্বন্ধেই অজ্ঞতা। যাপিত জীবনে অন্যের কাছে সুসমাচার প্রচার করা।

গ) খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা। শুধুমাত্র বড় বড় উৎসবে নয়। খ্রিস্টযাগ হল মণ্ডলীর জীবন ও উৎস। "আমিই আঙ্গুরলতা, আর তোমরা শাখা। যে আমাতে সংযুক্ত থাকে সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" *(যোহন ১৫:৫)*। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন হল খ্রিস্টেতে জীবন সাধনা।

ঘ) ধনী-গরীব ও সব কৃষ্টি-সংস্কৃতির মানুষ মিলেমিশে বাস করা। অন্যকে মনোযোগ দিয়ে শোনা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা। মাণ্ডলিক জীবনে আমরা সবাই সমান ও একই খ্রিস্টের অনুসারী। পারস্পারিক মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

ঙ) সৃষ্টির যত্নে পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ও বৃক্ষ রোপণ করে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা। বিশ্বায়ণের যুগে আমরা সবাই 'এক পৃথিবী, এক বাড়ী ও এক ভবিষ্যতে'র' বাসিন্দা। সুতরাং আমাদের সবার বাড়ী পৃথিবীকে যত্ন নিতে হয় ও বাসযোগ্য করে তুলতে হয়।

উপসংহার:- "আমি তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি যে তোমরা এক অপরকে ভালোবাস" *(যোহন ১৫:১৭)*। খ্রিস্টকে অনুসরণ করে সম্মিলিতভাবে চলাই আমাদের আহ্বান। নিজ জীবনে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত থেকে যিশুকে অনুসরণ করে সবার সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য ও দায়িত্ব। মাণ্ডলিক জীবনে সকল ক্ষেত্রে সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। মনে রাখা দরকার যে, আমি/আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত ও অধিকার প্রাপ্ত মানুষ। সুতরাং, আমরা/আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি সহযাত্রিক/সিনোডাল মণ্ডলী গড়ে তুলি, যেখানে সবার স্বপ্ন ও সাধনা হবে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ (communion, participation and mission)।

কলকাতায় চিকিৎসা, পড়ালেখা বা ভ্রমণের কথা ভাবছেন?

কলকাতায় নিজস্ব ঘরের মত, অল্প ভাড়ায়, নিরিবিলি পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থা:

- মাসিক বা দৈনিক হারে রুম ভাড়া দেওয়া হয়।
- নিউমার্কেট থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের (মেট্রো স্টেশন: মাস্টার দা সূর্য সেন, বাঁশদ্রণী, আদি গঙ্গা) মেট্রো স্টেশন এর পথ।
- মেট্রো স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে মাত্র ২ মিনিটে আমাদের গেস্ট হাউজে আসা যাবে।
- ছোট/বড় প্রতিটি AC Room, Fridge, TV, Mineral Water, Kitchen এর ব্যবস্থা।

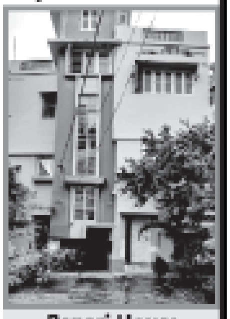

Bapari House
46, Co-Operative Road,
Adi-Gonga (Near Bansdroni Post Office),
Kolkata-70

- অল্প দুরত্বে-সমস্ত আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা।

তাহলে আর দেরি না করে এখনি যোগাযোগ করুন:

0091-8777329092 (WhatsApp)
0091-6289558838 (WhatsApp)

বিজ্ঞ: ১৫৬/২৪

ত্যাগ সুন্দর, ত্যাগ আনন্দময়

সিস্টার মেরী স্যান্ড্রা এসএমআরএ

ত্যাগ মানুষকে রিক্ত করেনা, বরং পূর্ণতাই এনে দেয়। অপরের হিতার্থে যিনি নিজের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দেন, মৃত্যুর পরে তিনি আরো বড় মানুষ হিসেবে অমর হয়ে থাকেন। কবির কথায়-

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,

ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

আমরা যখন ভোগের জীবন যাপন করি তখন শুধু নিজের জন্য বাঁচি। এ বাঁচা মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। যখন ত্যাগের জীবন যাপন করি তখন পরের জন্যও বাঁচি। জীবনে ত্যাগ থাকলে জীবন অর্থপূর্ণ হয়। ত্যাগের মনোভাব মানুষকে মহৎ করে তোলে, অন্তরকে অপার আনন্দে পূর্ণ করে দেয়। অসহায়, বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারলে অন্তরে অনির্বচনীয় শান্তি ও সুখের ফল্গুধারা বয়ে যায়। তাই ত্যাগ আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত।

এসএমআরএ সংঘটি একটি ধর্মপ্রদেশীয় সন্ন্যাস সংঘ। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ সংঘটির জন্ম হয় অতি নীরবে, নিভৃত পল্লী তুমিলিয়াতে। তিন মণীষীর ত্যাগের ফল এই ধর্মসংঘ। এই সংঘের স্বপ্নদ্রষ্টা বিশপ যোসেফ আঁরমা ল্যাগ্রান্ড সিএসসি, রূপকার বিশপ তিমথি জন ক্রাউলি সিএসসি ও সিস্টার রোজ বার্ণাড সিএসসি। শিক্ষাদান ও নার্সিং সেবা এই সংঘের প্রধান প্রৈরিতিক কাজ। শুরুর দিকে নার্সিং প্রশিক্ষণের জন্য সিস্টারদের রাওয়ালপিন্ডি পাঠানো হতো। সব পড়াশোনা ইংরেজীতে হওয়ায় সংঘের সহ-স্থাপনকর্ত্রী মা নিজ হাতে ইংরেজী পড়াগুলো বাংলায় অনুবাদ করে সিস্টারদের জন্য পাঠাতেন। যার ফলে সিস্টারগণ নার্সিং পড়াশোনা সহজে বুঝতে পারতেন ও ভাল প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ নার্স হিসেবে দেশে ফিরে এসে সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করতেন। পরবর্তীতে সিস্টারগণ দেশেই বিভিন্ন জায়গা থেকে নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। আর সেই সময় থেকেই সিস্টারগণ একটি নিজস্ব নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। অনেকবার সংঘের মহাসভায় পদক্ষেপ নেওয়া হয় কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তবে সবার চিন্তাচেতনায় এটি স্বপ্নই থেকে যায়। অতঃপর ঈশ্বরের মহান কৃপায় ও সংঘের ভগ্নিদের সহায়তায় প্রাক্তন সংঘকর্ত্রী সিস্টার মেরী মিনতি এসএমআরএ ও তার মন্ত্রনা পরিষদ সাহসিকতার সাথে এই স্বপ্ন পূরণের দৃপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বর্তমান সংঘকর্ত্রী সিস্টার মেরী শুভ্রা এসএমআরএ ও তার মন্ত্রনা পরিষদের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে তা সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়। জমি ক্রয় থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অনেক বাঁধা- বিপত্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে সিস্টারগণ ভয় পাননি, থেমে যাননি। ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা রেখে ও অনেক সহৃদয় ব্যক্তিদের পরামর্শ ও সহযোগীতায় তা অতিক্রম করে কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে তুমিলিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেন্ট মেরীস কাথলিক নার্সিং ইনস্টিটিউট এর বহুতল ভবনটি।

শুরুতেই বলেছি এই ধর্মসংঘটি শ্রদ্ধাস্পদ স্থাপনকর্তা পিতা ও সহ-স্থাপনকর্ত্রী মায়ের ত্যাগের ফল। এই সংঘটি গড়ে তোলার জন্য ও সুন্দর একটি অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিশেষত প্রিয় সহ-স্থাপনকর্ত্রী মা আমাদের নবীনা সিস্টারদের গড়ে তোলার জন্য ও সংঘটির সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। তাদের আত্মত্যাগের ফলে সংঘটি আজ একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। নিজের জীবন দিয়ে তারা আমাদের গড়ে রেখে গেছেন তাই তারা চিরস্মরণীয় ও চির-বরণীয় হয়ে আমাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান দখল করে আছেন। অগ্রজা ভগ্নিগণও তাদের ত্যাগময় সুন্দর জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে এই ধর্মসংঘটিকে পবিত্রতা ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে আজকের রূপ দান করেছেন। সেই জন্মলগ্ন থেকেই এসএমআরএ সংঘটি ত্যাগের সাথে চির পরিচিত।

সেন্ট মেরীস কাথলিক নার্সিং ইনস্টিটিউট, এসএমআরএ সিস্টারদের ভালোবাসাপূর্ণ ত্যাগের ফসল। এর প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রত্যেকজন এসএমআরএ ভগ্নির অবদান অনস্বীকার্য। এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা ছিল একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প। একটি স্থানীয় ধর্মপ্রদেশীয় সংঘ হিসেবে এই নির্মাণ কাজ চালিয়ে নেবার জন্য অর্থ যোগাড় করা নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় প্রজেক্ট করার পাশাপাশি সংঘের সিস্টারদের জিজ্ঞেস করা হয়- আমরা কি করতে পারি। আর তখন সংঘের ভগ্নিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নির্মাণ কাজে অবদান রাখার জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন- এসএমআরএ ঐতিহ্য অনুসারে প্রতি বছর আশ্রম পরিচালিকা ও ভগ্নিদের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয় তা আগামী তিন বছরের জন্য না করার, দূরে ছুটিতে না যাওয়ার ও সপ্তাহে দুইদিন নিরামিশ ভোজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এর ফলে যে অর্থ বাঁচবে তা উক্ত নির্মাণ কাজের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর সত্যি সিস্টারগণ এভাবে বিগত কয়েক বছর ত্যাগস্বীকার করে যার যার আশ্রমের সামর্থ অনুসারে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে তাদের ত্যাগের দান জমা দেন এবং এই নির্মাণ কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। যিশুর শিক্ষানুসারে, যেকোন আশ্চর্যকাজের জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার। তাই সংঘের ভগ্নিগণ ত্যাগের পাশাপাশি বিগত সময়গুলোতে অনেক প্রার্থনা করেছেন। প্রতি আশ্রমে খ্রিস্টযাগ, প্রাহরিক প্রার্থনা, পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও রোজারীমালার পাশাপাশি প্রতিদিন সাধু যোসেফের নিকট প্রার্থনা ও বিশেষ ভক্তি নিয়ে তিনবার প্রভুর প্রার্থনা করা হয় যেন এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হয় এবং শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারগণ যেন নিরাপদে এই নির্মাণকাজ সমাপ্ত করতে পারেন। আমাদের সিস্টারদের প্রার্থনা ও ছোট ছোট ত্যাগের ফল এই বৃহৎ বহুতল ভবন। সংঘের জন্যে যেন সত্যি হয় কবির সেই কথা-

ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল,

গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।

ত্যাগ সুন্দর, ত্যাগ আনন্দময়। বর্তমান জগত ভোগবিলাসিতায় পূর্ণ জগত। কেউ ত্যাগ করতে চায় না, সবাই শুধু ভোগ করতে চায়। বাইবেলে যিশু বলেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক" *(মথি ১৬:২৪)*। যিশুর এই আহ্বান শুনে যুগ যুগ ধরে অনেক মানুষ সাড়া দিয়ে মণ্ডলীতে সেবা দান করে যাচ্ছেন। তবে সম্প্রতি এই সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে। আর এর অন্যতম একটি কারণ হলো ভোগের মনোভাব। বর্তমান যুগ ভোগবিলাসিতার যুগ। বাইবেলে বর্ণিত সেই ধনী যুবকের ন্যায় বেশীর ভাগ মানুষই ধনসম্পদ, ভোগবিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে চায় না। ত্যাগের সৌন্দর্য খুব অল্প মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। যারা পারে সেই গুটি কয়েক মানুষের ত্যাগের ফলে জগত এখনও সুন্দর, এখনও ভাল । তাই আসুন ভক্তি নিয়ে প্রার্থনা করি, ছোট ছোট বিষয়ে ত্যাগ করতে শিখি, ত্যাগের উত্তরীয়ে নিজেকে সজ্জিত করি ও অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করি।

তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনি তোমাদের কাছে আসবেন

(বাইবেল পাঠ : যাকোব ৪:৮ পদ)

ক্ষুদীরাম দাস

শিরোনামটি আমাদের সকলের জন্যে একটি আহ্বানমূলক বাক্য। এই আহ্বানে আমাদের সকলের সাড়া দেয়া উচিত। উপলব্ধি করা উচিত যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য আমাদের সকলের জন্যেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমরা যখন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বা তার কাছে যাবো, তখন তিনিও আমাদের কাছে আসবেন। আর এই বাক্যটি প্রতিটি মানুষের জন্য উপলব্ধির বিষয়। একটি খ্রিস্টীয় পরিবার, মণ্ডলীর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একটি পারিবার যদি সম্মিলিতভাবে ঈশ্বরের কাছে থাকার চেষ্টা করে, তাহলে সেই পরিবারে ঈশ্বরও উপস্থিত থাকেন। ২ করিন্থীয় ৬ অধ্যায় ১৭ ও ১৮ পদে রয়েছে, 'অতএব, ওদের ছেড়ে তোমরা বরং চলেই এসো, ওদের কাছ থেকে আলাদা হয়েই থাক। অশূচি-অপবিত্র কোন কিছুই স্পর্শ ক'রো না। তাহলে তোমাদের আমি আপনজন বলে গ্রহণ করব। 'তখন আমি হব তোমাদের পিতা আর তোমরা হবে আমার পুত্র-কন্যা'- একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু, সর্বশক্তিমান।

আমাদের পিতা ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হই। আর এর একটা উপায় হলো প্রার্থনাশীল জীবনযাপন করা। পিতা ঈশ্বর আমাদেরকে 'অবিরত প্রার্থনা করতে' বলেন। ১ থেসালোনিকীয় ৫ অধ্যায় ১৬ থেকে ১৯ পদে রয়েছে, 'তোমরা নিত্য আনন্দেই থাক; অবিরত প্রার্থনা কর; আর যে-কোন অবস্থায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। খ্রিষ্ট যিশুর আশ্রয়ে তোমরা যে ওই সব কিছু করবে, ঈশ্বর তো তা-ই চান। পবিত্র আত্মার জ্বালানো প্রদীপ কখনো নিভিয়ে দিয়ো না। অবশ্য ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে এই গুণগুলো আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা পিতা ঈশ্বর আমাদের মনের চিন্তা ও উদ্বেগ শোনার জন্য আগ্রহী। আমরা যখন পরিবারের সঙ্গে প্রার্থনায় মিলিত হই, তখন আমরা দেখতে পাবো যে, ঈশ্বর আমাদের কাছে কতটা বাস্তব। ফিলিপ্পীয় ৪ অধ্যায় ৬ ও ৭ পদে রয়েছে, 'এখন তোমরা কোন কিছুতেই চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের যা-ই ঘটুক না কেন, তোমরা বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও মিনতি জানিয়ে আর সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞাও জানিয়ে-তাঁর কাছে ব্যক্ত কর তোমাদের যা কিছু আবেদন। তাহলে সে যে শান্তি যা সকল ধারণার অতীত, স্বয়ং ঈশ্বরের সেই শান্তি খ্রিষ্টযিশুর আশ্রয়ে তোমাদের মনপ্রাণ ঘিরে রাখবে।

সামগীতে ১:১-২ পদে রয়েছে, 'সুখী সেই মানুষ, দুর্জনদের মন্ত্রণায় যে চলে না, পাপীদের পথেও দাঁড়ায় না, বিদ্রূপকারীদের আসরেও যে বসে না, বরং প্রভুর বিধানে যার প্রীতি তাঁর বিধান যে জপ করে নিশিদিন'। আমাদের পবিত্র শাস্ত্র থেকে আমরা যা' কিছু শিখি, তা নিয়ে আমাদের ধ্যান করা উচিত। তাহলে আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতে পাই। তাছাড়া ঈশ্বরের কথাগুলো শোনার জন্য নিয়মিতভাবে মণ্ডলীর বিভিন্ন সভাগুলোতে যোগদান করা উচিত। সামগীত ৭৭:১১-১২ পদে রয়েছে,'তখন আমি বলি, 'এই তো আমার দুঃখ, পরাৎপরের ডান হাতের পরিবর্তন হল।' প্রভুর মহাকর্মের কথা স্মরণ করব, স্মরণ করব অতীতকালের তোমার আশ্চর্য কাজের কথা'। আবার সামগীত ১২২:১-৪ পদে রয়েছে, আরোহণ-সঙ্গীত। দাউদের রচনা। আমি আনন্দ পেলাম ওরা যখন আমাকে বলল,' এসো, চলি প্রভুর গৃহে!' এখন এসে থেমেছে আমাদের চরণ তোমার তোরণদ্বারে, হে যেরুসালেম। যেরুসালেম দৃঢ়সংঘবদ্ধ নগরীর মতই গড়া, সেইখানে উঠে আসে সকল গোষ্ঠী, প্রভুরই গোষ্ঠীসকল- ইস্রায়েলের বিধি তো তারা করবে প্রভুর নামের স্তুতি'। এখানে স্পষ্ট যে, যখন কেউ আমাদের উপাসনার জন্যে আহ্বান করে, তখন আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ কেউ রয়েছে খুবই বিরক্ত হয় অথবা ব্যস্ততার অজুহাত দেখায়। এ রকম হলে তো ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী হবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো, অন্যদের কাছে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা। আমরা যত বেশি তাঁর সম্পর্কে ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রচার করবো; তত বেশি ঈশ্বর আমাদের কাছে রয়েছেন বলে উপলব্ধি করতে পারবো। মথি ২৮: ১৯-২০ পদে রয়েছে, 'সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশ্যে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি-যুগান্ত পর্যন্ত।' আমাদের পারিবারিক নিয়মিত যে উপাসনা রয়েছে, তা' পবিত্রতার সাথে উপভোগ করা উচিত। যাকোব ৪:৮ পদে রয়েছে, 'তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর, হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর'। আদিপুস্তক ১৮:১৯ পদে রয়েছে, ' হ্যাঁ,আমি তাঁকেই বেছে নিয়েছি, সে যেন তার সন্তানদের ও ভাবী বংশধরদের ধর্মময়তা ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুর পথে চলতে আজ্ঞা করে, এর ফলে প্রভু আব্রাহামকে যে কথা দিয়েছেন, তা যেন সফল করেন'। আমাদের এমন পরিবার গঠন করা উচিত, যেন ঈশ্বর আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়ে উঠতে পারে। অতএব, এজন্যে আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ককে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা উচিত। দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৬-৭ পদে রয়েছে, 'এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তা তোমার হৃদয়ে স্থির থাকুক। তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে'। অতএব, সবসময় ঈশ্বর সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বলা উচিত। আমরা যোশুয়ার মতো হয়ে লক্ষ্য গড়ে তুলতে পারি। তিনি যোশুয়া পুস্তক ২৪:১৫ পদে বলেছেন, 'কিন্তু যদি প্রভুর সেবা করায় তোমাদের অসন্তোষ হয়, তাহলে যার সেবা করতে চাও, তাকে আজই বেছে নাও : নদীর ওপারে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের সেবা করত, সেই দেবতারাই হোক, কিংবা যাদের দেশে তোমরা বাস করছ, সেই আমোরীয়দের দেবতারাই হোক; কিন্তু আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজনদের ক্ষেত্রে-আমরা প্রভুরই সেবা করব'। কেননা ঈশ্বরের সেবা করার চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে? পারিবারিকভাবে আমরা যদি ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত থাকি, তাহলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা আরো বেশি ভালোবাসতে ও তাঁকে অনুসরণ করতে পারি। মার্ক ১২:৩০ পদে রয়েছে, 'আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালোবাসবে।' সুতরাং আমরা যেন প্রভুকে ভালোবাসি; আর আমাদের ভালোবাসা যেন সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন ও সমস্ত শক্তি দিয়ে হয়। তাহলে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারবো। এফেসীয় ৫:১ পদে রয়েছে, 'অতএব, প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও'।

আমাদের প্রত্যেকের বিবাহিত জীবনে

ঈশ্বরকে সঙ্গী হিসেবে রাখলে, তা 'আমাদের পরস্পরের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করবে। উপদেশক *৪: ১২ পদে* রয়েছে, 'যেখানে একজন একা হয়ে পরাস্ত হয়, সেখানে দু'জনে প্রতিরোধ করবে। ত্রিগুণ সুতো তত শীঘ্রই ছেঁড়ে না! সুতরাং আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত; তাহলে শয়তান আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। ইসাইয়া *৪৮: ১৭* পদে রয়েছে, 'যিনি তোমার মুক্তিসাধক, ইস্রায়েলের পবিত্রজন, সেই প্রভু একথা বলছেন; 'আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করি, যে পথে তোমাকে চলতে হয়, সেই পথে আমিই তোমাকে চালনা করি'। সুতরাং যদি আমরা তাঁর পথানুসরণ করতে পারি, তাহলে তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করবেন এবং তার দিকে চালিত করবেন। আর তাই আমাদের চিরকালের জন্য আনন্দিত হওয়া উচিত যে, *দ্বিতীয়* বিবরণ *১২: ৭* পদ অনুসারে 'সেইখানে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে খাবে, এবং তোমরা যা কিছুতে হাত দেবে ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছুতে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন, তাতেই তোমরা ও তোমাদের পরিবার আনন্দ করবে'। ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়ার জন্য মা-বাবা হিসেবে সন্তানদের উপর অধিকার দিয়ে থাকেন। সে হিসেবে সন্তানদের লালন-পালন করা উচিত এবং সন্তানদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা উচিত। যেন তারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার পাশাপাশি যেন জগতে গ্রহণযোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সম্মান করা মানে হলো- সমাদর, গৌরব, সশ্রদ্ধ খাতির বা মর্যাদা। আবার গুরুত্ব দেওয়া, ভার দেওয়া। তাই ঈশ্বর চান যেন আমরা বাবা-মাকে সম্মান, গুরুত্ব, মূল্য, সময় ও মনোযোগ দেই, তাদের গ্রহণ করি, ভালোবাসি, তাদের অবদান ও ভূমিকার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, তাদের প্রতি বাধ্য থাকি। যাত্রাপুস্তক *২০: ১২ পদ* ও দ্বিতীয় বিবরণ *৫: ১৬ পদে* রয়েছে, 'তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে তুমি যেন দীর্ঘজীবী হও'। কেননা তারা আমার জন্য অনেক ত্যাগ-স্বীকার ও সর্বোচ্চ ভাল করার চেষ্টা করছেন। তারা আমার শিকড় ও আমার উৎসব, যেখান থেকে আমি আসি। যাত্রাপুস্তক *২১: ১৫ পদে* রয়েছে, 'যে কেউ নিজ পিতাকে বা নিজ মাতাকে আঘাত করে, তার প্রাণদন্ড হবে'। লেবীয় *২০: ৯ পদে* রয়েছে, 'যে কেউ তার পিতাকে বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে; পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়ায় তার রক্ত তার উপরেই পড়বে'। দ্বিতীয় বিবরণ *২৭:১৬ পদে* রয়েছে, 'অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে নিজের পিতা বা মাতাকে তুচ্ছ করে! গোটা জনগণ বলবে: আমেন!' অতএব, আমাদের সতর্কতার সাথে জীবনযাপন করতে হবে। আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসতে পারি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারি, তাদের কথা শুনতে পারি, তাদের যত্ন নিতে পারি, তাদের সাথে সম্পর্কে থাকতে পারি ও তাদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে পারি। ঈশ্বরের কাছে একটি পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সকলের সুস্থতা বা শান্তিতে থাকা, পিতামাতার সম্পর্ক যেন হতে পারে সেবা-যত্ন পাওয়ার স্থান। কেননা পরিবারই সমাজের ভিত্তি। পরিবারের অবস্থার উপর নির্ভর করে সমাজের অবস্থা। লূক *১১:১৩ পদে* রয়েছে, 'সুতরাং তোমরা মন্দ হয়েও যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তখন যারা তাঁর কাছে যাঞ্চা করে, স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন তা আরও কতই না নিয়শ্চই।'

চলবে...

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
সাধু যোহন বাপ্তিষ্ম ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া মিশন
পোঃ অঃ কালীগঞ্জ-১৭২০, জেলাঃ গাজীপুর, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৩৮৬৫৫, ই-মেইলঃ tcccul@yahoo.com

সেক্রেটারি ২০২৩-২০২৪(১১৯) তারিখঃ ২৮ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৪ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং সমবায় সমিতি আইন-২০০১ ও বিধিমালা-২০০৪, সমবায় সমিতি সংশোধিত আইন-২০১৩ ও প্রজ্ঞাপন-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ ও পর্যবেক্ষণ পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ৯ ঘটিকা হতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলবে।

অতএব, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য-সদস্যাদের উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণপূর্বক মূল্যবান ভোট প্রদানের মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ ও পর্যবেক্ষণ পরিষদ গঠনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

রিংকু লরেন্স গমেজ
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলঃ
১। মাননীয় জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর।
২। মাননীয় উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
৩। নোটিশ বোর্ড।
৪। সংশ্লিষ্ট অফিস নথি।

বিজ্ঞ: ১৫৫/২৪

ক্ষণজন্মার সাথে ক্ষণ সাক্ষাৎ

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

ঈশ্বর তাঁর মনের মাধুরী ও লাবণ্য দিয়ে অপূর্ব করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ করে তাঁর ভালোবাসায় এবং উত্তমতায় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ তার জীবন, আদর্শ এবং ভালো কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমতা প্রকাশ করে থাকেন। তারা পৃথিবীর বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম সাধন করে হয়ে উঠেন অনুপ্রেরণা ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, হয়ে উঠেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমাদের বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে এমন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল, যার সেবাকর্ম ও গুণের কারণে হয়ে উঠেছিলেন ঈশ্বরের একজন বিশ্বস্ত পালক-সেবক। যিনি ছিলেন ঈশ্বরভীরু ও গভীর আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, যিনি ছিলেন মানুষ ধরার জেলে এবং দক্ষ ও দূরদর্শী পরিচালক, যিনি ছিলেন সাহসী, আত্মবিশ্বাস ও বিনয়ী-নম্র সেবক, যিনি ছিলেন মৃদ কিন্তু স্পষ্টভাষী, যিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এবং প্রখর যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন আমার আপনার অনুপ্রেরণা, ভালোবাসার ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং আধ্যাত্মিক গুরু প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি।

১৭ নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মে প্রয়াত বাবা হিরণ কস্তা ও মা মার্গারেট গমেজের ঘরে যেমন নতুন সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়েছিল তেমনিভাবে আনন্দধারা সেই পরিবারকে নব চেতনায় একত্রিত করেছিল। পরিবারে দশ ভাই ও বোনদের মধ্যে আর্চবিশপ মহোদয় সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। পিতা-মাতার ও ভাই-বোনদের অতি আদরের ছোট মজেসের জীবনের শৈশবটা অনেক আনন্দে কাটে। ছোটবেলা থেকেই যাজক হওয়ার বাসনা নিয়ে ৫ এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী থেকে যাজকীয় গঠনের যাত্রা শুরু করেন। ধাপে ধাপে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি গঠন জীবনের সকল শিক্ষা অর্জন করেন। উচ্চশিক্ষার মধ্যে ১৯৮৪-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরে সাধু টমাস আকুইনাস বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঐশতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে লাইসেনসিয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬-১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রেগরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান ও কাউন্সেলিং এর উপর লাইসেনসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন।

জীবনের সেই ক্ষুদ্রবাসনা অর্জনের জন্য যে সাধনা তিনি করেছিলেন তা চূড়ান্তরূপ লাভ করে ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। সত্যি ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মোশীকে (মজেস) যেমন ইস্রায়েল জাতির পথ-প্রদর্শক রূপে নিযুক্ত করেছিলেন, তেমনিভাবে ফাদার মজেসকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরে বিশপ পদে অভিষিক্ত করেছেন এবং পরবর্তীতে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে পথ-প্রদর্শক ও পরিচালক হয়ে উঠেছেন। কেননা ঈশ্বর নির্ভরশীলতা ও প্রার্থনা ছিল তাঁর শক্তি। পরম দয়ালু ঈশ্বর তাঁর কাজে এতই প্রীত ছিলেন যে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশকে নতুন মেট্রোপলিটন আর্চডাইয়োসিস হিসেবে উন্নীত করেন। নতুন মহাধর্মপ্রদেশের প্রথম আর্চবিশপরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিশপ মজেস কস্তা। সত্যিই তিনি মহান একজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উদারতা, কথা-বার্তা, আচার- ব্যবহার, সহজ-সরল জীবন এবং আধ্যাত্মিকতা মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করছিল।

পালকীয় সফরে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস কস্তা (+চিহ্নিত) সিএসসি।

আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি কেননা একদিন আর্চবিশপ মজেস কস্তার সংস্পর্শে থাকতে পেরেছি। সেই একটি দিনে তাঁর সাথে কাটানো মুহূর্ত আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর প্রতিটি কথা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তাঁর দেয়া শিক্ষা এখনও গঠন জীবনে ধারণ করে প্রতিনিয়ত লালন করছি।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের কথা বলছি। আমি তখন নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া তখন আমাদের ধর্মপল্লীর ভারপ্রাপ্ত পাল পুরোহিত। ফাদার আমাকে খুব আদর করতেন। তিনি সবসময় তাঁর সাথে কাজ করার জন্য আমাকে ডাকতেন। আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক অনেকটা দাদু-নাতির সম্পর্কের মতো ছিল। আমি তখন জানতাম না ফাদার এত বড় পর্যায়ের একজন যাজক। সব সময় ফাদার আমাকে তাঁর সাথে রাখতেন। আমাকে একজন সেমিনারীয়ানের মতো তিনি গঠন দিচ্ছিলেন। তিনি নিজ হাতে আমাকে অনেক কাজ শিখিয়েছেন। বিশপ মজেস কস্তা সেপ্টেম্বরে আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সম্ভবত জুলাই মাসের দিকে হঠাৎ সকালে শুলপুর ধর্মপল্লীতে আসলেন। ফাদার আমাকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর্চবিশপ মহোদয় মনে করেছিলেন আমি একজন সেমিনারীয়ান। আর্চবিশপ মহোদয় ও ফাদার আলাপ করার জন্য উপর তলায় চলে গেলেন। আমিও অফিসে মিশার উদ্দেশ্য কম্পিউটারাইজ করতে বসে পরি।

টিফিন খাওয়ার জন্য ১০টার দিকে আমরা তিন জন সিস্টার বাড়িতে যাই। সিস্টার মারিস্টেলা এসএমআরএ আমাকে আর্চবিশপ মহোদয়ের পাশে বসতে বললেন। আমি ছোট ছেলের মতো চুপচাপ বসে চিতই পিঠা গরম গরম খেতে লাগলাম। আর্চবিশপ মহোদয়, ফাদার এবং অন্যান্য সিস্টারগণ চেপা (শুঁটকী) ভর্তা দিয়ে কত মজা করে পিঠা খাচ্ছিলেন। আর্চবিশপ মহোদয় বললেন, 'এই তুমি ভর্তা নিচ্ছ না কেন?'

আমি বললাম, চিতই পিঠা দিয়ে ভর্তা আমি কখনো খাইনি। তিনি বললেন, 'খেয়ে দেখ মজা আছে।' সিস্টার আমাকে ভর্তা দিয়ে আরেকটি পিঠা খেতে দিলেন। আমি খেয়ে ঝালে হা হু করতে লাগলাম। আমি ঝালে লাল হয়ে গেছি এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরছে দেখে সবাই হেসে উঠলেন। বিশপ মহোদয় বললেন, 'তুমি কি বাড়ির ছোট সন্তান? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'সেই জন্য ঝাল খাওয়ার অভ্যাস তোমার নেই। মা নিশ্চয় মজার মজার জিনিস রান্না করে খাওয়ায়।' আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি বুঝলেন কি করে? তিনি বললেন, "আমিও পরিবারের সবার ছোট এবং আদরের ছিলাম। আমারও সে অভিজ্ঞতা আছে।" সত্যিই তিনি কত সহজ-সরল, আন্তরিক ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন তা তখন আমার কাছে স্পষ্ট ছিল। আমার সাথে সকালে মাত্র পরিচয় আর তিনি এমনভাবে আমার সাথে কথা বলছিলেন যেন আমি তাঁর কত পরিচিত।

টিফিন শেষ করে আমরা ফাদার খ্রিস্টফারের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। যেহেতু ফাদার খ্রিস্টফারের বাড়ির পূর্বে আমাদের বাড়ি তাই আর্চবিশপ মহোদয়কে অনুরোধ করলাম আমাদের ঘরে যাওয়ার জন্য। বিশপ মহোদয়ের সাথে আমার মা-কে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার মা আশীর্বাদ নেওয়ার পর, তাঁকে ঘরে আসার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু উনি বললেন, "মা আমি বিশেষ কাজে এখানে এসেছি এবং বিকেলে আমাকে আবার সিবিসিবিতে যেতে হবে। অন্যদিন আসবো। আরেকটি কথা তোমার ছেলেকে আমি নিয়ে যেতে চাই। ও আমার ডাইয়োসিসে ফাদার হবে। আমার অনেক যাজক প্রয়োজন। আমার নতুন বিশপ হাউজ অনেক বড় ও অনেক সুন্দর। ওর থাকার সমস্যা হবে না।" আমি অবাক হয়ে একবার মায়ের দিকে, একবার ফাদার গাব্রিয়েলের দিকে তাকালাম। মা বললেন, 'ওর যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে এসএসসির পর অবশ্যই যাবে।' ফাদার গাব্রিয়েল তখন আমার দিকে তাকিয়ে একটি হাসি দিলেন। এরপর তিনি মাকে আর্শীবাদ করলেন এবং আমরা তিন জন ফাদার খ্রিস্টফারের বাড়ীতে যাই।

আর্চবিশপ মহোদয় সরাসরি ফাদারের মায়ের কাছে গেলেন। আশীর্বাদ ও কুশল বিনিময়ের পর বিশপ মহোদয় বললেন, "মা আপনার ফাদার ছেলে কেমন আছে?" উনি বললেন, 'অনেক দিন আগে যোগাযোগ হয়েছিল।' আর্চবিশপ মহোদয় বললেন, "ফাদার খ্রিস্টফারকে আমার আর্চ-ডাইয়োসিসে কাজের জন্য ফেরত আনতে চেষ্টা করছি কিন্তু সে আসতে চায় না। একমাত্র আপনিই পারবেন মা হিসেবে সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে।" ফাদার গাব্রিয়েল ও আর্চবিশপ মহোদয় আরো অনেক কথা বললেন। আমি ছোট মানুষ তাই চুপচাপ খাটের এক কোনায় বসে ছিলাম। আমি অনুধাবন করছিলাম যে, মানুষটার কত দরদ, কত সহানুভূতি তাঁর মেষদের প্রতি। অভিষিক্ত যাজকদের প্রতি তাঁর উদারতা, স্নেহ ও ভালোবাসা দেখে আমি সত্যিই সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর একটি কথা আমার এখনও মনে পড়ে যে, "ফাদারও মানুষ, তাদের দুর্বলতা রয়েছে। তারাও ভুল করে থাকে। যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর পরম দয়াশীল ও ক্ষমাশীল সেখানে কেন আমরা ক্ষমা করতে পারব না। অবশ্যই সেখানে অনুতাপ ও ফিরে আসাটা গুরুত্বপূর্ণ।"

দুপুরে মিশনে খাওয়া-দাওয়ার পর আর্চবিশপ মহোদয় বললেন, "দুলেন্দ্র এখনো সময় আছে আমার সাথে যেতে চাইলে চলো।" আমি কিছু বলার পূর্বে ফাদার গাব্রিয়েল বললেন, 'আমি সবসময় আমার কাছে রেখে যত্ন করে গঠন দিচ্ছি আপনাকে দেওয়ার জন্য।' আর্চবিশপ মহোদয় একটু হেসে বললেন, "সেই জন্যই তো দুলেন্দ্রকে আমার কাছে নিতে চাই। কারণ ছেলেটি আপনার সংস্পর্শে বেড়ে ওঠেছে। ফাদার গাব্রিয়েল বললেন, 'যেহেতু সেমিনারীর ভাত আর ডাল একবার ওর পেটে পড়েছে তাই অবশ্যই সেমিনারীতে ও আবার যাবে।' ফাদার কিছু একটা আনার জন্যে তার ঘরের দিকে চলে গেলেন। আর্চবিশপ মহোদয় আমার কাঁধে হাত রেখে গীর্জার বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তিনি আমাকে বললেন, "দুলেন্দ্র- আমার বিশ্বাস তুমি আবার সেমিনারীতে যাবে। তাই কয়েকটা কথা তোমার জীবনে সবসময় মনে রাখবে-

➢ "এ পৃথিবী একটি যুদ্ধক্ষেত্র আর যোদ্ধা হলো জীবন। পৃথিবীর জাগতিকতা হলো প্রতিপক্ষ। জীবনকে এ রণক্ষেত্রে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে হয়। জীবনের এ লড়াইয়ে শত্রু, মিত্র আবার বিশ্বাসঘাতকও থাকে। সবাইকে পরাজিত করে বেঁচে থাকার লড়াই করে যেতে হয়।"

➢ "গঠন জীবনে খুব ভাল করে মন জানা-জানি না হলে ক্ষণিকের উণ্মাদনায় যাকে বন্ধু বলে মনে হয়, সেও পরে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তাই এমন মানুষকে বন্ধু বানাবে যে তোমাকে সমন্বিত মানুষ হতে সাহায্য করবে।"

➢ এ জীবনে অনেকে তোমাকে শুধু শুধু অপমান ও দোষী করে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করে তোমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। সে মুহূর্তে তুমি কাউকে তোমার পাশে পাবে না। কারণ স্বার্থ ছাড়া কেউ কাছে আসে না, প্রয়োজন ছাড়া কেউ ভালোবাসে না। তাই তোমাকে যিশুর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

দুপুর ২:৩০ মিনিটের দিকে তিনি ফ্রেশ হওয়ার জন্য ঘরে গেলেন আর আমি তাঁর ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে রাখলাম। তিনি প্রস্তুত হয়ে ফাদারকে সাথে নিয়ে আসলেন। আমি যখন তাঁর আশীর্বাদ নিলাম তিনি তখন বললেন, "দুলেন্দ্র ৮ সেপ্টেম্বর আমার আর্চবিশপ পদে অধিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে তোমাকে দেখতে চাই। আর তোমার জন্য আমার ডাইয়োসিসের দরজা সবসময় খোলা। তোমরা দাদু-নাতি ভালো থেকো। আর দাদুর কাছে অনেক কিছু শেখার আছে তাই এখনই শিখে নাও। ভালো থেকো।"

রমনা সেমিনারীর জীবনে শেষ পর্যায়ে এসে হঠাৎ যখন ডাইরী নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম তখন এই দিনটির কথা মনে পড়ে যায়। সত্যিই তাঁর কথাগুলো এত স্পষ্ট ও ভারী ছিল যে তখন সেই মুহূর্তে আমি তা বুঝতে পারি নি। কিন্তু এখন গঠন জীবনের সাত বছরের অভিজ্ঞতা আলোকে বলতে পারি তিনি যা বলেছেন তা ধ্রুব সত্য ও বাস্তব। কেননা তিনি জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে কথাগুলো বলেছেন। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর সংস্পর্শে আমার মত অনেকের জীবনে ইতিবাচক রূপান্তর এসেছে। বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলতে বিশেষত দিনাজপুর ডাইয়োসিস ও চট্টগ্রাম আর্চ-ডাইয়োসিসে অনেক উন্নত ও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

তিনি আমার জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। যার কথা আমি সবসময় মনে করি। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রয়োজনে এই মহান ব্যক্তিকে তাঁর কাছে গত ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৯:২০ মিনিটে ডেকে নিয়েছেন। বিশ্বাস করি ঈশ্বর তাকে স্বর্গবাসী করেছেন। ১৩ জুলাই, প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি এর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী। ঈশ্বর তাঁর এই ভক্ত সেবকের মধ্যস্থতায় আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দান করুন। আমরা যেন তাঁর দেওয়া শিক্ষা ও আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে সমন্বিত মানুষ হয়ে ওঠতে পারি এবং বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা-২৫:- ২০২০, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে সিনড এবং সিনোডালিটি বিষয়ক সেমিনার

বিশেষ প্রতিবেদন

খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিগত কয়েক বছর ধরে আলোচিত একটি বিষয় হলো 'সিনড ও সিনোডাল মণ্ডলী'। তবে মণ্ডলীতে তা নতুন কোন ধারণা নয়। এম্মাউসের পথে যিশু নিজেই শিষ্যদের সাথে একত্রে পথচলার মধ্য দিয়ে সিনডের রূপ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে অনুষ্ঠিত 'সিনড ও সিনোডালিটি' বিষয়ক সভার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সেক্রেটারী বিশপ পল পনেন কুবি এই কথা বলেন। বাংলাদেশের আটটি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে ২৭-২৯ জুন সিবিসিবি (বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ কনফারেন্স) সেন্টার আসাদগেটে সিনড ও বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সিনোডালিটি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

তিনদিন ব্যাপী সেমিনারে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ পল পনেন কুবি, বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, ভাটিকানের সিনড বিষয়ক আণ্ডার সেক্রেটারী (অধীন সচিব) সিস্টার নাতালি, এফএবিসির সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের নির্বাহী সেক্রেটারী ফাদার জর্জ প্লাথোটাম এসডিবি এবং ৮০ জন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

প্রথমদিন বিকালে ভাটিকানের সিনড সেক্রেটারীয়েটের আণ্ডার সেক্রেটারী সিস্টার নাতালি ও এফএবিসি'র সামাজিক যোগাযোগ দপ্তরের নির্বাহী সচিব ফাদার জর্জকে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং পরে সন্ধ্যায় কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'র পৌরহিত্যে উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ হয়। তিনি তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের মত আমরাও অনেক সময় নির্বাসিত হই। আমাদের নির্বাসনটা হচ্ছে, মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ থেকে সরে যাওয়া, ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া। আর এই নির্বাসন থেকে রক্ষা করতে নতুন প্রবক্তা হিসেবে পোপ ফ্রান্সিস সিনোডাল চার্চের আহ্বান জানিয়ে আমাদের নির্বাসন থেকে মুক্ত করতে চান। যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২য় ভাটিকান মহাসভা থেকে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় মণ্ডলীর মধ্যে জাগতিক অনেক চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ প্রবেশ করেছে যা অন্যদের কথা শ্রবণ করার পরিবর্তে নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে আমাদের আকৃষ্ট করে ফেলেছে। সেই নির্বাসন থেকে আমাদের মুক্তি পেতে পোপ ফ্রান্সিস আমাদের আহ্বান জানান এই সিনোডাল প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে আমরা সবাই যেন একসাথে পথ চলি।"

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে 'সিনডের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সিনোডাল যাত্রা' মূলভাবের ওপর আলোচনা করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি মণ্ডলী কী, সিনড বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের মাণ্ডলীক চিন্তা, সিনডের কয়েকটি বিশেষ দিক এবং সিনোডাল মণ্ডলী গড়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে আলোকপাত করেন। আর্চবিশপ বলেন, মণ্ডলী শুধুমাত্র ফাদার, ব্রাদার এবং সিস্টারদের নয়; আমরা সবাই মণ্ডলী। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে সংঘ-সমিতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, দেশে বিরাজমান অশুভ রাজনৈতিক প্রভাব ও মূল্যবোধের মতই ক্ষমতা, অর্থ, দলাদলি, অসহনশীলতার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তা প্রসূত সিনোডাল মণ্ডলীর আলোকে অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলতে পারলে এই সমস্যা দূর হবে।

তিনি আরও বলেন, "খ্রিস্টমণ্ডলীতে খ্রিস্টের বাণী অনুসারে জীবন যাপন করা তার শিক্ষা প্রচার করা এবং খ্রিস্টীয় সেবা দান করাই হল সিনোডাল মণ্ডলীর প্রক্রিয়ার মূল বিষয়। যিশু খ্রিস্ট যেমন আর্ত পীড়িতদের কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন তেমনি ভাবে আমাদেরও অন্যের কথা মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে। আমাদের অন্তরে অন্যকে গ্রহণ এবং বরণ করে নিতে হবে।"

সিস্টার নাতালি সিনোডালিটির বিষয়ে বলেন, সিনোডালিটি হচ্ছে মণ্ডলীর গতিশীল দর্শন। আর গতিশীল দর্শনের পরিচয় চলমান লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এছাড়াও সিনোডালিটি হচ্ছে ত্রিত্ব পরমেশ্বরের দর্শনের মতো; যুগের পরিক্রমায় মানুষের পরিত্রাণের জন্য পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা যেমন কাজ করেছেন তেমনি সিনোডাল মণ্ডলী যুগের চাহিদা পূরণে কাজ করে। যিশু যেমন শিষ্যদের সাথে এম্মাউসের পথে যাত্রা করেছেন তেমনি সিনড হচ্ছে যিশুর সাথে যাত্রা। 'সিনোডাল নেতৃত্বে যুব, নারী ও খ্রিস্টভক্তদের দায়িত্ব' মূলভাবের উপরও সিস্টার নাতালি আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সিনোডালিটি হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের বিষয়। সিনোডাল মণ্ডলীতে আমরা সবাই একই দীক্ষাপ্রাপ্ত মিশনারী হিসাবে সম মর্যাদার অধিকারী। বর্তমান জটিল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ পৃথিবীতে নেতৃত্ব অনুশীলনে সিনোডালিটি একটি নতুন পথ।

এফএবিসির সামাজিক যোগাযোগ দপ্তরের নির্বাহী সেক্রেটারী ফাদার জর্জ প্লাথোটাম এসডিবি তার বক্তব্যে বলেন, "পুন্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদের একান্তভাবে আহ্বান করেন যেন এই সিনোডাল মণ্ডলীর প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমরা পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনি যেন এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকলের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা এবং এক সাথে পথ চলার সুগম হয়ে উঠে।"

সিনোডালিটি সংক্রান্ত এশিয়া মহাদেশীয় সমাবেশের চূড়ান্ত দলিলের ওপর আলোচনা করেন ফাদার জর্জ। তিনি এশিয়া মহাদেশের বাস্তবতার আলোকে এশিয়ায় সিনোডালিটি বিষয়ক চিন্তা, মণ্ডলীতে নারীর সম্পৃক্ততায় সমস্যা, যুবদের নিয়ে ভাবনা, দরিদ্রদের বিষয়ে ভাবনা, যাজকতন্ত্রবাদের (Clericalism) উত্তেজনা, অভিবাসী, উদ্বাস্তু এবং বাস্তুচ্যুতজনগণ, অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং আতিথেয়তা ও এশিয়ার কৃষ্টি-সংস্কৃতির আলোকে 'জুতা খোলা': এশিয়ান সিনোডাল যাত্রা বিষয়ে সহভাগিতা করেন।

উল্লেখ্য সেমিনারে আলোচনার প্রতিটি ধাপে সিনড প্রক্রিয়ার আলোকে ব্যক্তিগত অনুধ্যানে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনে দলীয় আলোচনার মধ্যদিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ এবং দলীয় উপস্থাপন করা হয়।

সেমিনারের শেষ দিনের ধন্যবাদমূলক অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে সিনোডালিটি অনুশীলনের বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব পিউস কস্তা বলেন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের সাথে আমার পথচলা। তাই অন্যদের সাথে আমার সিনোডালিটি রক্ষা করতে হয়। আমি অন্যদের বলি, আমরা সবাই সৃষ্টিকর্তার সেবক। তেমনি আমিও আপনাদের সেবক হিসাবে কাজ করি। এই সেমিনার থেকে আমি যা অভিজ্ঞতা করেছি তা আমার কর্মজীবনে প্রতিফলন ঘটাবো বলে আশ্বাস দিচ্ছি।

যিশুর কন্যা সম্প্রদায়ের সিস্টার লোরি বলেন, পবিত্র আত্মা আমাদের পরিচালনা ও শক্তিদান করেন। তাই বাংলাদেশ মণ্ডলীর আলোকে সিনোডালিটি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে পবিত্রাত্মার সাহচর্য দরকার।

সেমিনারে অংশগ্রহনকারী ফাদার তপন মাইকেল স্রং তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই আনন্দিত, অনুপ্রাণিত এবং আলোকিত হয়েছি। বিশেষভাবে দু'জন রিসোর্স পার্সোন ছিলেন এবং আর্চবিশপ বিজয় বিজয় এন ডি' ক্রুজ এবং অন্যান্য আরও অনেকেই সিনড এবং সিনোডালিটি সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন, সুস্পস্ট ধারণা দিয়েছেন, আলোকিত করেছেন। একসাথে পথচলার যে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। এই সেমিনারে কার্ডিনাল, বিশপ, ফাদার, সিস্টার এবং অন্যান্য খ্রিস্টভক্তদের সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক এবং পরিচয় হওয়াতে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছি।

বরিশাল ডায়োসিস থেকে যুব প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণকারী মাগডালিন মৌ দোলা বলেন, সিনোডাল যাত্রা বিষয়টা আমার কাছে খুব সহজ, সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীটা দিন দিন রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে, সেই রুক্ষতা থেকে বাঁচাতে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস সিনড যাত্রাটা নিয়ে এসেছেন। যেখানে আমরা চর্চা করতে পারব আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা, সম্পর্ক, সম্পৃক্ততা, বিনয়, পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ ইত্যাদি মূল্যবোধগুলোকে। সিনড বিষয়টা আমার কাছে মনে হয় একটি চেইনের মত, যেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষ, ধনী-গরীব, শিশু থেকে বয়স্ক সবাই মিলে একত্রে যাত্রাটা করতে পারি। সিনোডালিটি ধারণা একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার এবং প্রত্যাশার স্থান যা আমাদের যুবাদের জন্য মণ্ডলীতে অবদান রাখার ক্ষেত্রকে আরো জোরালো করে তুলবে ।

রাজশাহীর ফাদার প্যাট্রিক গমেজ সেমিনারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, সেমিনারে বসার ব্যবস্থায় সিনোডালিটি প্রকাশ পেয়েছে। নীরবতায় পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ ছিল সেমিনারের একটি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য। দলীয় সহভাগিতায় প্রত্যেক জনের ভাব, অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ ছিল। উপস্থাপনা বিষয়কেন্দ্রিক ছিল। ভাষা ইংরেজি হওয়ায় হয়তোবা কয়েকজনের বুঝতে কষ্ট হয়েছে। নারী পুরুষ সমান মর্যাদা প্রকাশ করার কৌশল ছিল আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক। সেমিনারের পরে স্থানীয় মণ্ডলীতে সিনোডালিটি বাস্তবায়ন হবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মিসেস রীতা রো জারিও বলেন, "সিনড এবং সিনোডালিটি আমাদের মণ্ডলীর জন্য নতুন একটি জাগরণ। পুন্যপিতা আমাদের জন্য নতুন একটি দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন আর এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পরের কাছে যেতে পারব এবং মনোযোগ দিয়ে অন্যদের কথা শুনব।"

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও বলেন, সিনড এবং সিনোডালিটির ওপর এই সেমিনারের আয়োজন করাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপ্লুত। সেমিনার পরিচালনা দানকারী সিস্টার নাতালে ও ফাদার জর্জ আমাদের নিকট পোপ ফ্রান্সিসের স্বপ্নগুলো তুলে ধরেছেন। খ্রিস্ট ভক্তজনগণের সমালোচনা না করে বরং তাদেরকে নিয়ে একসাথে পথচলা ও পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সেমিনারে সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল। তিনি তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদের মণ্ডলীর সবার মাঝে সুন্দর একটি যোগসূত্র তৈরি করার জন্য সুন্দর একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যাতে আমরা সবাই অন্যের কথা শ্রবণ করার জন্য একটি ভাল হৃদয় তৈরি করি।"

সিনড ও সিনোডাল বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলেই প্রত্যাশা প্রকাশ করেন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সিনোডাল মনোভাব অর্জন করা দরকার। তবে তা একটি প্রক্রিয়া ও সময়সাপেক্ষ। বাংলাদেশ মণ্ডলী সিনোডাল মণ্ডলী হয়ে উঠুক যেখানে সকলের অংশগ্রহণ থাকবে।

গল্প

অনন্য তীর্থে

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

প্রবাসের মাটিতে অন্যান্য দেশের মত, এখানে এ দেশেও বইমেলা হচ্ছে। বেশ বড় পরিসরেই এবং দেখা যাচ্ছে তার বেশ জাঁকজমক আয়োজন! গত কয়েক বছরের তুলনায় এবারের এই আয়োজন বেশি ব'লেই মনে করছে রাজু। সে তিথিকে এবার বইমেলায় যাওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। কিন্তু তিথির গা-ছাড়া ভাব। বইমেলা নিয়ে সে খুব একটা মনযোগী নয়। অবশ্য বিগত বছরের বইমেলায় তাকে যেতে রাজি করিয়েছিল। বইও কিনেছিল বেশ কয়েকটা। সে বারের বইমেলা বেশ উপভোগ্যও হয়েছিল তাদের জন্য। কিন্তু এবার তিথি উল্টে রয়েছে!

এবার রাজু বইমেলা নিয়ে বেশি মনযোগী। তো, তিথি সরাসরি 'না' ব'লে দিয়েছে! এদেশের বাইরে থেকে রাজুর কয়েকজন বন্ধুও আসছে; তাদের প্রকাশিত বই নিয়ে। অবশ্য রাজু-তিথি থাকে অন্য স্টেটে। বইমেলার ভেন্যুতে যেতে গাড়িতে চার-পাঁচ ঘণ্টার ব্যাপার। তাই হোটেল বুকিং দরকার। ওই স্টেটে আত্মীয়-বন্ধুও রয়েছে রাজুর। তিথিরও। সবাই তারা, নিজেদের গণ্ডিতে অনেক ব্যস্ত। এ সময় রাজু তাদেরকে 'বিরক্ত' করতে চায় না। সংগত কারণেই, সে আগেই তার কর্মস্থলে ছুটি ম্যানেজ ক'রে রেখেছে। তিথি যাবে না, বিষয়টা তাকে একরকম বিব্রতই করছে এখন। তার বন্ধু আসাদ, নোমান, সৈয়দ কবির, সুব্রত এরা মুখিয়ে আছে, রাজু-তিথির সাথে চুটিয়ে আড্ডা দেবে। সকলে মিলে তারা পানাহার করবে। হইচই করবে, যতটা পারবে। পছন্দমত বই কিনবে! বইমেলায় সমাগত আরও অনেকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হবে! সকলের সান্নিধ্যে দু'টো দিন কাটবে বেশ!

দেশের বাংলা একাডেমি চত্বরে আয়োজিত 'একুশে বইমেলা'কে এদেশের আবহে আত্মস্থ করবে রাজু। বলা যায়, এটা তার জন্য এক বাড়তি পাওনা! তিথিকে নিয়ে রাজু বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলায় দু'তিনবার গিয়েছে। রাজুদের স্টেটে, বাঙালি কমিউনিটির উদ্যোগে 'শহীদ দিবস', 'বাংলা নববর্ষ' আয়োজিত হয় বেশ ঘটা ক'রেই। কিন্তু 'বইমেলা' হয়নি কখনও। অবশ্য তার স্টেটে বাংলাদেশের এবং পশ্চিম-বাংলার বেশ কয়েকজন লেখক-কবি বসবাস করেন। তাদের লেখা এদেশের এবং বাইরের বাংলা পত্রিকার অনলাইন ভার্সনে নিয়মিতই দেখতে পায় সে। তার স্টেটের ফারুক, শরীফ, মিল্টন, শুভাশিস এরাও যাচ্ছে বইমেলায়। তাদের প্রকাশিত বই নিয়েই, ঘটা ক'রেই অংশ নিচ্ছে তারা। তাই তাদের ব্যস্ততা বেশি।

আগামী-কাল সকালেই বইমেলার উদ্দেশে রওনা হবে রাজু। তিথিও যাবে নিশ্চয়। তাই আশা করছে সে। নিজের আনুষঙ্গিক সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। তিথি 'ভাব' দেখাচ্ছে বেশি! রাজু তাই বারবার তাগাদা দিচ্ছে তিথিকে। অবশ্য চারদিনের ছুটিতে আছে এখন তিথি। তার কোন সমস্যা নেই। রাজুও তার নিজের জন্য, এ সময় তিথির ছুটিটা বাড়তি পাওনা হিসেবেই দেখছে। কী জানি, কী তার মতিগতি! মোবাইল হাতে ড্রয়িং-রুমে অনেকক্ষণ ব'সে রাজু। নিবিষ্ট হয়ে, ফেসবুকে বিচরণ করছে সে।

রাজু লক্ষ করলো, এবারের বইমেলার আয়োজক এবং লেখকরা ফেসবুক জুড়ে প্রচারণায় ব্যস্ত বেশি। বইমেলার আকর্ষণ বাংলাদেশের এবং এদেশের স্বনামধন্য শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে পশ্চিম বাংলার বেশ কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিকও থাকছেন। আরও থাকছেন কানাডা-ইউরোপের জনপ্রিয় লেখক-কবি! নিশ্চয়ই, এবারের বইমেলা অন্য বারের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপকতা লাভ করবে।

সে দেখছে, 'যত বই, তত প্রাণ' এই প্রতিপাদ্য-স্লোগান সমুন্নত রেখে আয়োজন করা হয়েছে এবারের বইমেলা। আসন্ন এই বইমেলা নিয়ে, অনেকেই তাঁদের ওয়ালে পোস্ট দিচ্ছেন। এদেশে এবং বাইরে বসবাসরত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠিত এবং আরও অনেক উঠতি লেখক-কবি-সাহিত্যিক তাঁরা তাঁদের প্রকাশিত বই নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বইমেলা নিয়ে অনেকে মুক্ত আলোচনা করছেন। তিনদিন ব্যাপী 'সকাল-সন্ধ্যা'র আয়োজনে কী থাকছে না! নতুন বইয়ের মলাট-উন্মোচন, কবিতা-আবৃতি, সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয় ভিত্তিক আলোচনা, বিতর্ক, নাটক, শিশু-কিশোরদের, এদেশের এবং দেশ থেকে আগত আমন্ত্রিত প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক আয়োজন বইমেলায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। এ দেশের বাংলা পত্রিকার সম্পাদক, শিক্ষক, সরকারি আমলা, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, অনুবাদক, সংস্কৃত-নাট্যজন সহ অনেকের প্রকাশিত বইয়ের পসরা থাকছে। বাংলাদেশ এবং ওপার বাংলার স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা তাদের বই নিয়ে আসছে। বলা যায়, কোন অজুহাত রাজুকে আটকাতে পারবে না। এবং যে ভাবেই হোক, সাথে তিথিকে নিয়ে যেতে হবে! দেখা যাক।

রাজুর পাশে এসে দাঁড়ায় তিথি।

-গুছিয়ে নিয়েছ সব?

তার প্রশ্ন।

-এই তো। তা তুমি কদ্দুর?

তিথিকে পাল্টা প্রশ্ন করে রাজু।

-কদ্দুর মানে?

-মানে, গুছিয়ে নিয়েছ তো সব?

-আমি তো বলেছি, এই ছুটিটা ঘরে ব'সেই কাটিয়ে দেবো।

-ধুর! কী যে বল! আগের চেয়ে এবার মজা হবে বেশ! বলেছি না আসাদ, নোমান, কবির আর সুব্রত এরাও আসছে। চল।

রাজু তিথিকে বুঝাতে চেষ্টা করে, 'বারবার তোমার কথা বলল ওরা। তুমি যেন অবশ্যই থাক ওখানে।' চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস তার।

-তথাস্তু!

-শোন বইমেলা ব'লেই কথা। তুমি তো জান, ওই নাচানাচির অনুষ্ঠানে আমি রাজু যাই না।

-আমি এই তিথিও কি যাই? সেই সময়ও কি আর আছে আমার?

-আমার বেলায়ও সেই একই কথা। সময় নেই!

-তা বইমেলা ব'লেই যাচ্ছ, তাই তো?

-হ্যাঁ। যাচ্ছি তো!

তিথিকে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হাসে রাজু। তিথি লক্ষ করে, এবারের বইমেলা নিয়ে রাজুর বেশ আগ্রহ। রাজু বলে, 'তুমি বউ যেমন আমার প্রিয়। তেমনই বইও আমার অনেক প্রিয়। এ দু'টোকে আমি ভালোবাসি। অনেক! বুঝো তো?

-বুঝবো কী ভাবে? বইকে তুমি অনেক ভালোবাস, তা আমি জানি। কিন্তু বউকেও তেমন 'অনেক ভালোবাস', তা আমার বিশ্বাস হয় না!'

বাঁকা দৃষ্টিতে রাজুর দিকে তাকায় তিথি।

-হ্যাঁ। বলতে পার, বউকেও অনেক ভালোবাসি। বিশ্বাস হয় না, কেন? আরে, তোমাকে ভালোবাসি ব'লেই তো বইমেলায় যেতে তোমাকে এত 'তেল-মালিশ' করছি!

হাসে রাজু।

-কী! তেল-মালিশ!

কৃত্রিম বিস্ময় দেখায় তিথি।

-শোন তিথি। বই এবং বউ নিয়ে আমার নিজস্ব দর্শন রয়েছে।

-ও আমার দার্শনিক! তা শুনি কী তোমার দর্শনের অভিসন্দর্ভ?

নড়েচড়ে বসে তিথি।

- শোন। বই এবং বউ, আমার কাছে অনেক মূল্যবান বিষয়।

-এবং

-এবং বই এবং বউ যথাসম্ভব মলাটে আবদ্ধ ক'রে রাখাই বিধেয়। তা'তে বই থাকবে পরিচ্ছন্ন এবং তার পৃষ্ঠাগুলোও থাকবে অক্ষত। ধূলি-ময়লা এবং যত কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকেও পাবে সুরক্ষা। বউয়ের বেলায়ও তাই। ফলে বই এবং বউয়ের প্রকৃত মালিক হবেন প্রীত। আশ্বস্ত।

তিথির প্রতি-উত্তরের অপেক্ষা করে রাজু।

-কী বলছ তুমি এ সব! আমি তোমার ওই বইয়ের মত নাকি? কিসের সাথে কিসের তুলনা! কোথায় আগরতলা আর কোথায়!

চোখে-মুখে বিস্ময় তিথির।

-হ্যাঁ। তাই তো সত্য দেখছি। মানুষের জন্য বই, সে এক মূল্যবান এবং অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বই একজন মানুষের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু! আবার, বউ ও নিশ্চিত তাই। একটি বই যেমন জ্ঞানের ভান্ডার। বউও তেমন।

রাজুর ঠোঁটে হাসি। তিথিও হাসে। তার এই হাসিতে কৃত্রিম-ভাব ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয় সে। সে প্রশ্ন করে, 'তাই নাকি? বউ কি আবার তোমার 'জ্ঞানের ভাণ্ডার? তা, কবে থেকে?' দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে সে বলে, 'তা বলতে পার, শুনে অনেক খুশি হলাম মহাশয়! ধন্যবাদ!'

-আমি তো বলছি তাই। জ্ঞানীজন ব'লে গেছেন, 'বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।' তেমনই আমি বলি, 'বউ কিনেও কেউ দেউলিয়া হয় না।'

-তো, আমি তোমার বউ, বইয়ের মতো 'ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য' নাকি? কী যে বল তুমি!

-আরে নাহ্। এখানে 'কিনে' আনার অর্থ হল, এই তোমাকে আমার ঘরে তুলে আনা। এই আর কি। তবে হ্যাঁ। এক অর্থে তো ঠিক, কিনেই এনেছি! নাকি?

-কিনে এনেছ মানে?

ধারালো প্রশ্ন তিথির।

-মানে! আমাদের ওই বিয়েতে দেখেছ, কতগুলো টাকা বেরিয়ে গেছে!

- বেরিয়ে গেছে!

অবাক হয় তিথি।

-আরে! তোমার ওই 'বেরিয়ে গেছে' মানে, আমাদের বিয়ের খরচা বাবদ কতগুলো টাকাই তো! ঠিক কিনা?

-বুঝেছি। বউকে দেখ তুমি, তোমার ওই বইয়ের মত। তো, আমার বেলায় কী হতে পারে? অর্থাৎ আমি কী ভাবতে পারি? তোমার তথা কথিত ওই বইকে এবং এই তোমাকে নিয়ে আমি কী বলতে পারি? নিশ্চয় আমারও রয়েছে, তোমার মত দর্শনের নিজস্ব অভিসন্দর্ভ! তা ভেবেছ কি?

পাল্টা প্রশ্ন তিথির।

-বল। যা তুমি চিন্তা কর। যা ইচ্ছা করে মন্তব্য কর।

তিথির উত্তরের অপেক্ষা করে রাজু। একটু সময় নিয়ে তিথি বলে, 'আমি বলি, পুস্তকে এবং পুরুষেও বিশ্বাস করা ঠিক না। হ্যাঁ।

-যেমন?

অবাক হওয়ার ভান করে রাজু।

-যেমন পুস্তক যার কাছে যায়, তার কাছেই নিজেকে সে খুলে ধরে। নিজের অন্তর্গত সমস্ত কিছুই যাকে-তাকে অবগত করে। ঠিক?

রাজুর দিকে তাকায় তিথি।

-আরে! কোথায় পুস্তক! এবং কোথায় পুরুষ! হাঃ! হাঃ!

রাজুর প্রলম্বিত হাসি, 'এখানে আমিও তো দেখছি, কোথায় আগরতলা আর কোথায়! বেশ তো মিলিয়েছ তুমি! হাঃ! হাঃ!'

-আমি বলি, পুরুষও তাই।

তিথি বলে, 'সে যে নারীর কাছে যায়, তাকেই বলে 'আমি তোমাকেই ভালোবাসি। তোমাকেই চাই।'

-বাহ্ দারুণ মিলিয়েছ তো!

হেসে রাজু বলে, 'আমি তো বললাম, বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না। আর তুমি কী বলবে?'

-আমি বলি, পুরুষকে এবং পুস্তককে আপন ক'রে নারী কিন্তু দেউলিয়া হয়! হ্যাঁ!

-বাব্বা! তাই নাকি?

পুলকিত হয় রাজু।

-হ্যাঁ তাই। সব পুরুষের মত সব পুস্তকও কিন্তু 'নারীবাদি' নয়।

তিথি বলে, 'সব 'পুস্তক' আবার প্রকৃত উপকারী পুস্তক নয় কিন্তু! তা মানো?'

-কেমন ?

-এই যেমন পুস্তক-মেলায় অগণিত পুস্তক বের হচ্ছে। এবং দেদারসে। দেখেছ?

-দেখেছি।

-কী দেখি আমরা? যেমন বিষয়বস্তু। তেমন ছাপার মান।

তিথি বলে, 'নেই ভাষার শুদ্ধ তথা প্রমিত প্রয়োগ! নেই সম্পাদনা! যাচ্ছেতাই! যেমন বাঁধাই! তেমন প্রচ্ছদ! এই তো!'

-তাই?

-হ্যাঁ তাই। যে যা পারছে, তাই 'প্রকাশ' করছে। সব যেন জঞ্জাল!

তিথি যোগ করে, 'তো, দাম দিয়ে এই সমস্ত 'জঞ্জাল' কিনে পাঠক তো প্রতারিত এবং দেউলিয়া হবেই। হচ্ছেও তাই। এবং ওগুলো গিলে পাঠক অবধারিত বদহজমের শিকার হয়! কী বল?'

-তা তুমি কিন্তু ভালোই বলেছ। তো তুমি থাক তোমার ওই 'পুস্তক এবং পুরুষ' নিয়ে।

রাজু বলে, 'এবং আমি থাকি আমার 'বই এবং বউ' নিয়ে। কী বল?'

-আচ্ছা দেখা যাবে আগামি ভোর-বেলায়। কা'র ঘুম আগে ভাঙ্গে।

-মানে?

-অতি সোজা।

-তা হলে বইমেলায় যাচ্ছ তুমি!

রাজুর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে তিথির হাতে হাত রেখে বলে, 'ইশ! তিথি, কী যে ভালো তুমি! তোমার মত বউ আগে আর পাইনি!'

-আগে পাওনি মানে?

হাত সরিয়ে নেয় তিথি।

-স্যরি। তোমাকে ওই বই ভেবেই ব'লে ফেলেছি! তোমাকে পাঠ করতেই তো আমার জীবন!

তিথির হাত টেনে নেয় রাজু।

-আমিও তোমাকে পুস্তকের মতই উল্টে-পাল্টে পাঠ করছি। এ যাবত, করছি তো করছিই!

-তাই নাকি? তা বেশ।

-আমিও। তুমি কি ভেবেছ বইমেলার খোঁজ আমি রাখি না?

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় তিথি। সে বলে, 'এবারের বইমেলা থেকে আমার পছন্দের অনেকগুলো বই সংগ্রহ করব।'

-তা জানি তিথি। চলতো দেখি তুমি কী কী গুছিয়েছ?

-তা তোমার দেখতে হবে না। তোমার হোটেল বুকিং ঠিক আছে তো?

-আবার জিগায়!

সশব্দে হেসে ওঠে তিথি। সাথে রাজুও।

-আরও একটি ইনটারেস্টিং আয়োজন তিথি। এবং আমাদের জন্য সুখবরও বলতে পার। তুমি জানো তো নিশ্চয়।

-তা এমন কী ইনটারেস্টিং সুখবর, মহাশয়?

-এবারের টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলতে আমাদের টাইগাররা তো চ'লে এসেছে! এদেশে তারাও, লড়বে কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে! এটি আমাদের জন্য বিরাট গৌরবের বিষয়!

-তা যান না কেন খেলা দেখতে?

-আজ্ঞে! সে কি আর আছে মোর ভাগ্যে? তাই, বইমেলা নিয়েই তৃপ্ত থাকতে চাই!

-নিশ্চয়ই এ আমাদের জন্য অনেক বড় গৌরবের বিষয়। তা, শুভেচ্ছা রইল আমাদের টাইগারদের জন্য।

-ধন্যবাদ! নিশ্চয়ই তিথি। আমাদের দল ভালো খেলবে।

-ভালো তো খেলবেই! 'বিশ্বকাপ'ও ছিনিয়ে নেবে!

-কেন নয়? সেই স্বপ্ন তো লালন করি আমরা সকলেই!

-আমারও সেই একই কথা, রাজু!

-ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ।

রাজুকে বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। সে বলল, 'চল লক্ষ্মীটি। রাতের খাবার খেয়ে, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। কাল ভোরে কাঁটায় কাঁটায় ছয়টায় যাত্রা করব।

ডাইনিং-স্পেসের দিকে পা বাড়িয়ে বলে, 'বন্ধুদের ব'লে রেখেছি, কাল দুপুর দু'টায় দেখা হবে সবার সাথে।

-চল। টেবিলে খাবার রেখে এসেছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তিথিকেও বেশ সপ্রতিভ দেখছে রাজু। এ সময় তিথিকে দেখতে, দারুণ লাগছে!

-কী যে ভালো লাগছে আমার! তিথি, তুমিও যাচ্ছ বইমেলায়!

তিথির কাঁধে হাত রেখে সে বলে, 'ভাবতেই, আমার রাতের খাবারের ইচ্ছা উবে গেছে!'

-আমারও! তবুও চল। অল্প-কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তবে, বিছানায় যাওয়ার আগে তোমার হোটেল বুকিংটা চেক ক'রে নিও।

সামনের দিকে পা বাড়ায় তিথি। সে বলে, 'কাল ভোরে সময় হবে না। গাড়িতে তেল আছে তো?'

-সবই ঠিক আছে। চল শুভস্য শীঘ্রম! তোমার 'পুস্তক-মেলা' এবং আমার 'বইমেলা' ব'লে কথা!

-রাজু বলতে পারো, এই 'পুস্তক-মেলা' এবং 'বইমেলা' আমাদের জন্য মননশীলতায় আলোকিত এক 'জ্ঞানেরতীর্থ! আমাদের স্বীকার করতেই হবে, দেশে-বিদেশে আয়োজিত পুস্তক-মেলা' বা 'বইমেলা' বাঙালিকে পৌঁছে দিয়েছে আরেক উচ্চতায়! আমার বিশ্বাস, এ যুগেও আমরা বাঙালি বই-পুস্তক বুকে আঁকড়ে ধ'রে আছি। বাঙালি আমরা বই-পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত!

-ভালোই বলেছ তিথি! এই মেলা, মননশীলতায় আলোকিত বাঙালির 'জ্ঞানের তীর্থ!' তো আমাদের এই 'জ্ঞানের তীর্থ' আমার বইমেলা। এবং সাথে তোমার পুস্তক-মেলাও বটে! আহা, কী আনন্দ! চল আমরা দুই তীর্থযাত্রী আগামিকাল ভোরে এই 'জ্ঞানের তীর্থ'-র উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু করি!

আমাদের এই তীর্থযাত্রা শুভ হোক!

-রাজু, অবশ্যই সাফল্যে মণ্ডিতহয়ে উঠবে, আমাদের অনন্য এই তীর্থ-যাত্রা!

খাবার-টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রাজু-তিথি শব্দ ক'রে হেসে ওঠে। ৯০

ঐশ্বধামে যাত্রার ৪র্থ তম মৃত্যু বার্ষিকী

তুমি এসেছিলে এ ধরনীতে অতিথি হয়ে
ফিরে গেলে স্বর্গধামে পিতার নীড়ে, না ফেরার দেশে।
"যা দিয়েছিলে আমাদের আনন্দ ভান্ডারে কতশত
গান, হাসি, কান্না, সুখ-দুঃখ স্মৃতিরূপে তুমি বিরাজ করিবে আমাদের চারিধারে।"

ফাদার পৌল ডি' রোজারিও (জনসন)

জন্ম ঃ ৩রা নভেম্বর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু ঃ ১৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম ঃ মিরবাগ, মারীয়াবাদ বোনী মিশন জোনাইল,বড়াইগ্রাম, নাটোর।

কে বলে তুমি নেই? তুমি আছ, ছিলে, থাকবে আমাদের রোজারিও পরিবারে সবার হৃদয়ে। তিনটি বছর চলে গেল, ফিরে এলো সেই বেদনাসিক্ত রাত। ১৩ জুলাই রাত ৮টা ৫০মিনিট। তুমি তো অপ্রত্যাশিতভাবে পৃথিবীর সবার মায়া ছেড়ে চলে গেলে। এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছি না। তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়, তখনই মনে করি-না তুমি তো আছ, আমাদেরই মাঝে। তুমি দিতে শক্তি, সাহস, বিশ্বাস সমস্ত কাজের অনুপ্রেরণা। স্বর্গীয় ফাদার পৌল ডি' রোজারিও (জনসন) সুঠাম দেহ নিয়ে সামনে নেই, কিন্তু তার ধ্যানে ও জ্ঞানে শিক্ষায়, নীতিবাক্যে আমাদের হৃদয়ে চতুর্দিকেই ঘিরে আছ। তুমি জন্মেছিলে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। একজন পরিচিত লেখক। তোমার শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের সবার জীবন চলার পাথেয়। স্মৃতি চির অক্ষয় হয়ে রয়েছে আমাদের হৃদয়ে। তোমার শূন্যতা প্রতিমুহূর্তে পরিবারের সবাই অনুভব করে। হাস্যোজ্জ্বল মধুমাখা মুখ, সহজ-সরল, নিষ্ঠাবান, স্নেহমমতা, কোমলতা, সৎ-ধার্মিক, মানুষের প্রতি নরম, সামাজিক চিন্তা,সকলের প্রিয় ও মজার মানুষ। নিজের দায়িত্ব এবং যে কোন দায়িত্ব দিলে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করত ও অন্যকে শিক্ষা দিত। ন্যায়-নীতিতে অটল। স্বর্গ থেকে আমাদের রোজারিও পরিবারের সকলকে আশির্বাদ কর। ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে চিরশান্তিতে রাখুন, এই আমাদের প্রার্থনা ও কামনা। পৃথিবীতে রেখে গেছ অনেক শুভার্থী, যাদের কাছে শুনি তোমার গুণগান। তার আত্মার চিরশান্তি কামনায় স্মরণ করার জন্য সকল পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ জানাচ্ছি। স্বজনের বাড়ীর শোকার্ত ভাইবোনদের পক্ষে (পরিবারবর্গ), শুভেচ্ছান্তে ও প্রার্থনায় শেফালী মেরী মার্গেট রোজারিও।

বিজ্ঞ: ১৫৪/২৪

বাংলার জনপদ থেকে

ফাদার সুনীল রোজারিও

শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা ও প্রবণতা

আত্মহত্যার মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে লেখার ভাবনা ছিলো না। কিন্তু মিডিয়া ও বিভিন্ন সংস্থা ইদানিং যুবসমাজের মধ্যে আত্মহত্যা এবং এই প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার খবর যেভাবে তুলে ধরছে- সেটা চিন্তার বিষয়। চিন্তাটা মাথায় রেখে অভিভাবকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সন্তানদের বিষয়ে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্যই এই লেখার অবতাড়না।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক রিপোর্টে জানিয়েছে, প্রতি বছর গড়ে ৭ লাখ ৩ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে। যার মধ্যে ৫৮ শতাংশ আত্মহননকারির বয়স ৫০ বছরের নিচে। এছাড়া গোটা বিশ্বে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সে যাদের মৃত্যু ঘটছে তাদের মধ্যে চতুর্থ স্থান দখল করে আছে আত্মহত্যা। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের এক জরিপে দেখানো হয়েছে, আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। আর অন্যদিকে উচ্চআয়ের দেশগুলোতে ১ লক্ষ মৃত্যুর মধ্যে ১০.৯ শতাংশ আত্মহত্যা ঘটিত। বিশ্বে বাংলাদেশের মতো স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে এই হার ৭৭ শতাংশ। তবে সংস্থার মতে ২০ শতাংশ আত্মহত্যার কোনো রিপোর্ট আসে না। এশিয়ায় আত্মহত্যার হার ৬০ শতাংশ বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ১১ হাজার আত্মহত্যা করেছে। বাংলাদেশের আঁচল ফাউন্ডেশন সম্প্রতি এক রিপোর্টে জানিয়েছে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সারা বাংলাদেশে ৫১৩জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে, যার মধ্যে ২২৭জন স্কুলের, ১৪০জন কলেজের, ৯৮জন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ৪৮জন মাদ্রাসার। এসব নিহতের মধ্যে ৬০.২ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী এবং ৩৯.৮ শতাংশ ছেলে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের এই আত্মহননে প্ররোচিত হওয়ার পিছনে প্রধান করণের মধ্যে রয়েছে আবেগ ও অভিমান এবং এই সংখ্যা ১৬৫জন। এই আবেগ-অভিমানে আত্মহত্যার পিছনে প্রধান কারণ হলো তাদের অভিভাবক। অভিভাবকদের শাসন তাদের ভালো লাগেনি, তাদের কাছে জিনিস চেয়ে পায়নি- এমন বিষয়গুলো জড়িত। এছাড়া রোমান্টিক সম্পর্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কারণেও অনেক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। পরিবারে একজন আত্মহত্যা করলে তার প্রভাব পড়ে ৫/৬ জনের উপর।

উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর অনেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। তাছাড়া বুলিং, হলের পরিবেশ, যৌন হয়রানি, পেশা নিয়ে দুশ্চিন্তা, আর্থিক সমস্যা এবং মানসিক অস্থিরতার কারণে ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থীর মনে আত্মহননের চিন্তা করেছে। আঁচল ফাউন্ডেশনের জরিপে বলা হয়েছে, ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে হতাশার নানা উপসর্গে ভোগেন এবং আত্মহত্যার চিন্তাও মাথায় আসে। এই সংখ্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালযে ৮৩ শতাংশ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০ শতাংশ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬১ শতাংশ। ৩১ শতাংশ জানিয়েছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে। ৮৬ শতাংশ হয়রানির শিকার হয়েছে সহপাঠি ও জ্যেষ্ঠ সহপাঠিদের হাতে। প্রায় ৩৪ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছে, তারা শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে অসন্তুষ্ট। এছাড়া ৫৯ শতাংশ জানিয়েছে, তারা মন খুলে কথা বলার মতো কোনো শিক্ষক পান না। মানসিক অস্থিরতা ও অবান্ধব পরিবেশের কারণে অনেক শিক্ষার্থী আত্মহননের চিন্তা করেছে। জরিপে অংশ নিয়েছে এমন ৬ শতাংশ জানিয়েছে, তারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আবার আত্মহত্যার চিন্তা করেছে এবং উপকরণ জোগাড় করেছে ৭ শতাংশ, কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। অন্যদিকে আত্মহননের চিন্তা এসেছে কিন্তু চেষ্টা করেনি, তাদের সংখ্যা ৩৯ শতাংশ।

ঢাকা বিভাগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি। গত বছর ঢাকা বিভাগে ১৪৮ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। আর সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে- গত বছর আত্মহত্যা করেছে ১২জন শিক্ষার্থী। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সামাজিক সংস্কার, অসচেতনতা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ন্যূনতম প্রচেষ্টা নেই বলে জরিপে তথ্য উঠে এসেছে। প্রায় ৩৬ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছে, তাদের প্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয় না আর ২৬ শতাংশ জানিয়েছে- তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।

আজকের দিনে আত্মহত্যার ধরনও বদলে গেছে। কীটনাশক ও গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা এখনো শীর্ষে রয়েছে। তবে হাই রাইজ ভবন থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা, গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা, চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাপ দেওয়া, আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। সম্প্রতি ফেইসবুকে ভিডিও কল দিয়ে তরুণদের আত্মহত্যার ভাইরাল চিত্র আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে।

গোটা বিশ্বেই এখন আত্মহত্যা একটি উদ্বিগ্নের বিষয়। বিভিন্ন সংস্থা এই আত্মহত্যা বন্ধ বা কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছে। তাদের মতে, পরিবার হলো সন্তানদের প্রথম ও স্থায়ী ঠিকানা। তারা পরিবারে বেড়ে ওঠে এবং বেশি সময় কাটায়। সুতরাং বলা যায়, যে পরিবার যেমন সন্তান হয় তেমন। আজকে নানা কারণে সন্তানরা স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠছে। তাদের মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি হচ্ছে। মিডিয়ার কারণে অল্প বয়সেই বিচার বুদ্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করছে। সুতরাং অভিভাবকদের বুঝে শুনে সন্তানদের শাসন করতে হবে। কটু ভাষা, হুমকি-ধমকি, কড়া মেজাজ দিয়ে শাসন করার দিন আর নেই। মনে রাখতে হবে, কড়া বাপের সন্তান সব সময় হয় ত্যাড়া। তাই আদর-যত্ন দিয়ে সন্তানদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। পরিবারে থাকতে হবে সংলাপের পরিবেশ, সহভাগিতার সংস্কৃতি। সন্তান যেনো পরিবারের সবকিছু জানতে পারে। সন্তানদের সঙ্গে পিতা মাতার বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সন্তান যেনো নিজের সমস্যা পিতা মাতার সঙ্গে সহভাগিতা করে। বিপদগ্রস্ত অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা না করে। পরিবারে পিতামাতার মধ্যে অবিশ্বাস, অনৈতিক স্বভাব, নেশাসেবন, মনোমালিন্য, বিচ্ছেদ- সন্তানদের বিপথে টেনে নিতে প্রবুদ্ধ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানসিক স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে পারে। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসে একবার শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পরীক্ষা করতে পারে। এই বিষয়টি হতে হবে একটি দেশের শিক্ষানীতির অংশবিশেষ। শিক্ষার্থীদের বুঝাতে হবে, আত্মহত্যা মহাপাপ। দেশের প্রভাবশালী মিডিয়া এবং সমাজমাধ্যমগুলো সহায়তামূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন সিরিয়ালে কোনোভাবেই আত্মহত্যা দেখানো বা এই প্রসঙ্গ আনতে হবে না। মনে রাখতে হবে- আজকের তরুণ সমাজ অনেক কিছু শেখে মিডিয়া থেকে। কাথলিক চার্চ একটি সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান- এবং এই চার্চও তার বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে আত্মহননবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। মোটকথা, আত্মহত্যা বন্ধের জন্য পরিবার, সমাজ, বিভিন্ন সংস্থা, রাষ্ট্র এবং চার্চকে নিতে হবে সমন্বিত পদক্ষেপ। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা।

রহস্যময় জমিদার বাড়ী

অজয় পিউস কস্তা

কোনো এক শহরে প্রান্তে একটি অতি প্রাচীন জমিদার বাড়ী। স্থানীয়রা বাড়ীটিকে সব সময় এড়িয়ে চলত। কেননা বাড়িটির পাশ দিয়ে যাবার সময় কেউ বা শুনতে পেতো নুপুরের শব্দ, কেউ বা সঙ্গীত কেউ বা কোনো অশুভ আত্মার আর্তচিৎকার। লোক মুখে শোনা যায় যে প্রাসাদের ভিতরে বেশ কয়েকটি অপমৃত্যু হয়েছিলো। এতসব গুজব সত্ত্বেও সে শহরের ৫ জন যুবক বন্ধু প্রাসাদটি অন্বেষণ করা এবং গল্পগুলি সত্যি কি না তা খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিল।

সেদিন অপরাহ্ন, দুপুরের খাবার দাবার শেষে ৫ বন্ধু মিলিত হলো একসাথে। এবার রওনা হলো জমিদার বাড়ির উদ্দেশ্যে। তাদের সকলের সঙ্গে ছিল সার্চ লাইট। বেলা প্রায় ৩টা। বন্ধুরা জমিদার বাড়ির দরজার সামনে একসাথে প্রবেশ করল মহলের ভিতর বা সে কি সুগন্ধি যুক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া, তার মানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হলো। তারপর তারা একটি কক্ষে প্রবেশ করলো এবং কক্ষটি অন্বেষণ করার সময় অনুভব করলো যে, কেউ তাদের অনুসরণ করছে এবং দেখছে।

হঠাৎ বেসমেন্ট থেকে একটি দরজা খুলে গেলো। কারুকার্যময় এক সিড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। এবার তাদের চোখে মুখে সেই সুগন্ধিযুক্ত হাওয়া আরো প্রকোট হয়ে তাদের উপর বয়ে গেলো। বন্ধুরা ইতস্তত করছিল। কিন্তু তাদের কৌতুহল ছিল ভালো। এবার তারা ধীরে ধীরে সেই সিড়ি বেয়ে একটু নিচে নামতেই চোখে পড়ল একটি বৃহদাকার হল রুম। বন্ধুরা হলরুমের দরজার সামনে উপস্থিত। বিকট শব্দে প্রথম বেজমেন্টের দরজাটি বন্ধ হয়ে গেলো। বন্ধুদের সার্চ লাইটগুলো জ্বলে উঠল। তারা বুঝতে পারল এবার তারা আটকা পড়ে গেছে।

এবার তারা হল রুমের দিকে যেতেই দরজা খুলে গেল। বেশ কিছু মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। একাধিক নুপুরের শব্দ শুনতে পেলো। হল রুমে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল ৫ জন অপরূপা সুন্দরী। এবার বন্ধুদেরকে অভ্যর্থনা জানালো সুন্দরীরা। সুন্দরীরা এতই রূপবতী যে বন্ধুরা শহরে অনুরূপ রূপবতী কখনো দেখেনি। এ অদ্ভূত দৃশ্যে তাদের গা ছমছম করছিলো। এবার রূপবতীরা বলতে লাগল এই তোমাদের আশার সময় হলো। আমরা হাজার বছর ধরে প্রতীক্ষা করছি তোমাদের জন্য। হাজার বছরের কথা শুনে বন্ধুরা এবার বাক রুদ্ধ প্রায়।

এবার হল রুমের মাঝখান থেকে আরেকটি দরজা খুলে গেল। সেখানে নিচের দিকে পূর্বের ন্যায় সিড়ি সুন্দরীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ৫ বন্ধুকে নিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল। একদিকে ভয় আর অন্যদিকে কৌতুহল। বন্ধুরাও তাদের সাথে নিচে নামতে লাগল। তাদের মনে হচ্ছিল। তারা এবার পাতাল লোকে চলে আসছে। সম্মুখে আলো দেখা যাচ্ছে। একটি বিরাটকায় দিঘী। দিঘীর ঘাটে ৫টি সোনার তরী বাধা রয়েছে। সুন্দরীরা এক একজন বন্ধুকে নিয়ে এক এক নৌকায় চড়ে বসল। বাধন খুলে সোনার তরী বেয়ে এবার তারা প্রায় দিঘীর মাঝখানে। চারদিক থেকে রং বেরঙ-এর আলো এসে পড়ছিল দিঘীতে। সুন্দরীরাও এক এক বন্ধুকে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। হঠাৎ এক বন্ধু তার ঘড়ির দিকে তাকালো সময় রাত পেরিয়ে ভোর ৪টা সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না কি হচ্ছে এসব। অন্যান্য বন্ধুদেরকে সচেতন করার জন্য ডাক দিতেই তারা অনুভব করলো তাদের শরীরে কি যেন বিশ্রী আঠালো পদার্থে ছেয়ে গেছে। ফিরে আসার চেষ্টা জাগলো তরী কিনারায় আনার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনভাবেই পারছিল না।

এবার দিঘীর আলো নিভে গেল। সার্চ লাইট জ্বালিয়ে দেখে সুন্দরীরা কেউ নেই। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর চিৎকারের এক ভীষণ শব্দ যা তাদের কান স্তব্ধ হয়ে আসছিল। এবার নৌকাগুলো ডুবতে লাগল। বন্ধুরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজেদের রক্ষা করতে পারল না। তারা সকলেই তলীয়ে গেলো দিঘীর অতল গহ্বরে। শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের আর কখনো দেখা মেলেনি। এবার প্রাদাসটি যুগের পর যুগ নির্জন হয়ে গেল। সেখানে গেলে আপনিও সেই বন্ধুদের বাঁচার আর্তচিৎকার শুনতে পাবেন। যা পুরোনো সেই জমিদার বাড়ির ভয়াবহতায় হারিয়ে গেছে। বাড়িটির লোকেশন দিলাম না। কারণ আবারও যদি অনুরূপ বন্ধুদের কৌতুহল জাগে তাই। ৯

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

পবিত্র যিশু হৃদয়

অপূর্ব জন রায়

যিশুর হৃদয় হলো, ভালোবাসার স্থান

নেইকো পাপ-কালিমা, নেইকো অভিমান।

যিশু হৃদয়ের মতো মোরা, গড়বো হৃদয়

থাকবে ভালোবাসা, রইবে না ভয়।

যিশু আসুক আমাদের অন্তরে

রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে।

যিশুর হৃদয় শুধু, প্রেমেই পরিপূর্ণ

নেই সেথায় কোনো জরাজীর্ণ।

যিশু তোমাতে মোদের আশা অটল করো

সর্বজনের প্রতি মোদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করো।

যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়

আমাদের প্রতি হও সদয়।

যিশুর হৃদয় হলো ক্ষমার হৃদয়

যেখানে সর্বদা ক্ষমার রোপিত হয়

যিশুর হৃদয় মুক্তিদায়ী হৃদয়

যুগ-যুগান্তরে পবিত্র হৃদয়ের জয়।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

শান্তি স্থাপনকারী ও আশার দূত হয়ে উঠুন

গত ২৮ জুন শুক্রবার ঐশবাণীর প্রেরণকর্মী (এসভিডি), যারা ভারবাইটস নামেও পরিচিত তারা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে তাদের সংঘ প্রতিষ্ঠার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের সাধারণ চ্যাপ্টারে মিলিত হলে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বক্তব্য রাখেন। চ্যাপ্টারের জন্য নির্ধারিত 'তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক (মথি ৫:১৬): একটি বিক্ষত পৃথিবীতে বিশ্বস্ত ও সৃজনশীল শিষ্যেরা' মূলভাবটিকে গুরুত্ব দিয়ে পোপ মহোদয় বলেন, মূলভাবটি তাদের ক্যারিজম ও মিশন: যিশুর মুক্তিদায়ী বাণীর বিস্তার, ঐশ আহ্বানে জীবিত থাকা যেমনি যিশুর শিষ্যেরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনের উদাহরণ হয়ে ওঠেছিল। কেননা 'ঈশ্বরের বাণী সৃষ্টি করে, জীবন দেয়, অনুপ্রেরণা দেয় ও অনুপ্রাণিত করে; ঐশবাণীই আপনাদের মিশনের কেন্দ্রবিন্দু।

সৃজনশীল ও বিশ্বস্ত শিষ্য হয়ে ওঠা: মূলভাবের দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে পোপ মহোদয় পুনরায় বলেন পবিত্র ত্রিত্বের ভালোবাসা অভিজ্ঞতা করা এবং পবিত্র আত্মার শিখা জীবন্ত রাখা হলো মিশনারী শিষ্য ও সন্ন্যাসব্রতী হিসেবে আমাদের বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। ঐ শিখা প্রতিদিন আমাদেরকে নবায়ন, শুদ্ধ এবং রূপান্তরিত করে। যেহেতু আমরা জগতের অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের পাপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এবং ক্ষমাশীল ঈশ্বরের দয়াতে আস্থা রেখে তীর্থ যাত্রা শুরু করার সাহস রাখি। 'আমরা অবশ্যই সবসময় ক্ষমা করবো, ক্ষমা করতে কখনো অস্বীকার করবো না।' পোপ মহোদয় বলতে থাকেন, ভালো ও মঙ্গলদায়ক সৃজনশীল মিশনারী আসে ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মা থেকে, আপনাদের মধ্যে যে খ্রিস্ট বাস করেন তাঁর কাছ থেকে যিনি পবিত্র আত্মার মধ্যস্থতায় আপনাদেরকে তাঁর মিশনারী কাজে সহযোগী করেন। মঙ্গলবাণী ঘোষণায় ভারবাইটস্‌দের মিশনারী কাজে পবিত্র আত্মাই প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালোবাসা থেকেই সৃজনশীল মিশনারি কাজকর্মের সূচনা হয় আর অনুধ্যান ও অবধারণ সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে।

সকল সংস্কৃতির জন্যই শান্তিস্থাপক ও আশার প্রবক্তা হয়ে ওঠুন: দ্বিধাদ্বন্দ্ব, পরিবেশ ধ্বংসকারী, মানব জীবন ও মর্যাদা হানিকর সহিংস ক্রিয়াকর্মে ক্ষত-বিক্ষত ও গোঁড়ামীতে ভরপুর বর্তমান সময়ে ঐশবাণী ঘোষণার মিশনারীগণ যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তা হলো অশান্ত বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা। এ প্রসঙ্গে পুণ্যপিতা ভারবাইটদেরকে বিশ্বের জনগণের কাছ থেকে শান্তির জন্য উত্থাপিত আর্তনাদ শোনার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, আসুন আমরা শান্তি আর্তনাদে সাড়া দেই এবং শান্তি স্থাপনকারী হই। একই সময়ে তিনি প্রতিটি সংস্কৃতির জন্য আশার প্রবক্তা হবার প্রয়োজনীয়তার দিকেও ইঙ্গিত করেন। সংস্কৃত্যায়নে দক্ষ ৭৯টি দেশে কর্মরত ভেরবাইটস্‌দের ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্ভূত নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কথাও উঠে আসে।

সিনোডালিটির মিশনারী হওঃ সিনোডালিটির মিশনারী হবার আহ্বান রেখে পোপ মহোদয় ভেরবাইটসদেরকে বলছেন বর্তমান সময়ের মণ্ডলী সিনোডাল ধারায় বেড়ে উঠবে, সকলের কথা শুনবে, সকলের সাথে সংলাপ করবে এবং তার মিশন কি তা জানার জন্য পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হবে। পবিত্র আত্মা যেভাবে মৃদুতা, সরলতা ও দূরবর্তী স্থানে উপস্থিত আছেন তেমনি পবিত্র আত্মার সকল কিছুর প্রতি আরো বেশি সংবেদনশীল হতে উৎসাহিত করেন। পোপ মহোদয় আশা প্রকাশ করেন যে, ভেরসাইটদের প্রতিষ্ঠাতা সাধু আমল্ড যানসেন যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ করতে এবং সংঘকে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালনা করতে জানতেন তিনি তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে অবধারণ করতে এবং সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়তা করুন।

ধন্য কাল্যো আকুতিসসহ আরো ১৪জন সাধু শ্রেণীতে ভূষিত হতে যাচ্ছেন

গত ১ জুলাই ভাটিকানের এ্যাপস্টলিক প্যালেসে কার্ডিনালদের কলেজ অর্ডিনারী পাবলিক কনসিসটরী করতে পোপ মহোদয়ের সাথে মিলিত হন। রোমে বসবাসকারী কার্ডিনালদের নিয়ে পোপ মহোদয় দুপুরের প্রাহরিক প্রার্থনা করেন এবং এর পরেই তারা সাধুশ্রেণীভূক্তকরণ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও পুর্নবিবেচনা করেন। সাধু শ্রেণীভূক্তকরণ সংক্রান্ত ডিকাস্টারির প্রিফেক্ট কার্ডিনাল মার্চেল্লো সেমেরারাও সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে ১৫ জনকে সাধু ঘোষণার প্রক্রিয়ার কথা জানান এবং তা অনুমোদনে বিবেচনা করতে বলেন।

সাক্ষ্যমরগণ ও ধার্মিকেরা বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত : নতুনভাবে তালিকাভূক্ত হতে যাওয়া সাধুদের মধ্যে বড় অংশটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার দামাস্কাসে ধর্মশহীদ হন যারা 'দামাস্কাসের সাক্ষ্যমর' বলে পরিচিত। সাক্ষ্যমর দলে আছেন ফাদার ম্যানুয়েল রুইজ লোপেজ, ওএফএম ও তার তাঁর ৭জন সঙ্গী এবং আবদেল মুয়াতি, ফ্রান্সিস ও রাফায়েল মাসাবকি নামক তিনজন মেরোনাইট খ্রিস্টভক্ত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের সময় অটোমান সিরিয়ায় মুসলিম মিলিশিয়ারা হাজার হাজার খ্রিস্টানদের হত্যা করছিল। উপরোক্ত ১১জনকে বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণার কারণেই হত্যা করা হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী মাসাবকি ও ৮জন ফ্রান্সিসকান জুলাই ৯, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে যখন দামাস্কাসের ফ্রান্সিকান গির্জার ভিতরে প্রার্থনা করছিলেন তখন সেখানেই তাদেরকে হত্যা করা হয়।

দুই ইতালিয়ান যথাক্রমে ফাদার যোজেপ্পে আলামানো এবং সিস্টার এলেনা গোয়েররাকে সাধু ঘোষণার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। ফাদার আলামানো বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কনসোলাতা মিশনারিজ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সিস্টার গোয়েররা মেয়েদের শিক্ষাদানেই সারাজীবন ব্যাপৃত ছিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অবলেটইস্ অব দ্য হলি স্পিরিট সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। কনসিসটারী কানাডায় জন্মগ্রহণকারী সিস্টার মারী-লিউনী পারাদিসকে সাধু ঘোষণা করতে অনুমোদন দান করেন। তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পবিত্র পরিবারের ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ১৪জন নতুন সাধুর নাম সাধুদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হবে অক্টোবর ২০, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে।

এছাড়াও পোপ মহোদয় ও কনসিসটারীর কার্ডিনালগণ প্রথমবারের মতো Y, ওয়াই প্রজন্মের কাউকে সাধু স্বীকৃতি দানে অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি হলেন ধন্য কার্লো আকুতিস। তিনি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জুবিলী বর্ষে সাধু স্বীকৃতি পাবেন। ধন্য কার্লো খ্রিস্টপ্রসাদীয় আশ্চর্যকাজ ও মারীয়ার দর্শনদান বিষয়ক অথ্যাদি ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করে সকলকে বিশ্বাস-ভক্তিতে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করতেন।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে নব অভিষিক্ত বিশপ সুব্রত গমেজকে সংবর্ধনা

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিওঃ গত ৯ জুন রবিবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নব অভিষিক্ত বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রবিবার বিকালে দুটি খ্রিস্টযাগের পরিবর্তে একটি খ্রিস্টযাগ বিকাল ৫:৩০ মিনিটে উৎসর্গ করেন বিশপ সুব্রত গমেজ। খ্রিস্টযাগের পরে বিশপকে কীর্তন করে চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতে পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সকলকে স্বাগতম জানান। পরে পাল পুরোহিত নব অভিষিক্ত বিশপকে ধর্মপল্লীর সকলের পক্ষ থেকে ফুল ও উত্তরীয় পড়িয়ে দেন। বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রার্থনা করার জন্য। একই সাথে তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাদানের বিভিন্ন স্মৃতি সহভাগিতা করেন। ধর্মপল্লীর ও খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে নব অভিষিক্ত বিশপকে উপহার প্রদান করা হয়।

উপাসনা বিষয়ক সেমিনার ও সঙ্গীত কোর্স ২০২৪

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা: গত ১৬-১৯ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের মরিয়মনগর ধর্মপল্লীতে চারদিনব্যাপী খ্রিস্টীয় উপাসনা বিষয়ক সেমিনার ও মান্দি উপাসনা সঙ্গীত কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ কাথলিক ধর্মপ্রদেশীয় উপাসনা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত সেমিনার ও সঙ্গীত কোর্সে ঝলঝলিয়া, বারমারী, দিগলাকোণা ও মরিয়মনগর ধর্মপল্লী হতে ৮১ জন যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী ও উপাসনা সঙ্গীত পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের প্রথম দিন ছোট একটি প্রার্থনা ও মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মরিয়মনগর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার বিপুল দাস সিএসসি উক্ত কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পরে পর্যায়ক্রমে উপাসনা বিষয়ক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর এবং পবিত্র উপাসনায় ব্যবহৃত মান্দি গানের চর্চা শুরু হয়। এই চারদিনের সঙ্গীত কোর্সে মিসেস অরুণা স্রং, মিসেস কার্মেল চিরান, মিসেস লতা নকরেক, মিসেস লিপি স্রং, মিষ্টার বিপুল রিছিল, মিসেস শিল্পী চাম্বুগং এবং মিষ্টার সুপার চিসিম সেশন পরিচালনা করেন। ১৯ জুন ফাদার সামূয়েল পাথাং এর খ্রিস্টযাগ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চার দিনের উপাসনা বিষয়ক সেমিনার ও সঙ্গীত কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কোর্স পরিচালক ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা।

শিক্ষকদের বাৎসরিক ধ্যান সভা

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এস এস এম আই: গত ১৩ জুন বৃহস্পতিবার কারিতাস, ময়মনসিংহ অঞ্চল (এফওয়াইটিপি) এর আয়োজনে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষকদের বাৎসরিক ধ্যান সভা। মূলসুর ছিল: "শিক্ষকতায় আধ্যাত্মিকতা ও শুদ্ধাচার"। প্রধান বক্তা ছিলেন: ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু সিএসসি। দিনটি অর্থপূর্ণ করে তুলতে প্রথমেই অংশগ্রহণকারী সিস্টারদের পরিচালনায় প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, নীরবতা ও ভজন গানের মধ্য দিয়ে পরিবেশটি তৈরি করা হয়। এরপর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্ব এবং প্রধান বক্তার সহভাগিতা শুরু হয়।

মূলসুরের উপর ফাদার বলেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলনের বিরামহীন কর্মযজ্ঞের নামই হলো আধ্যাত্মিকতা। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে বিশেষত শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ তৈরি করতে হবে এবং সেই আলো ছড়িয়ে দিতে হবে মানুষের অন্তরে। আমাদের শিক্ষাটা তাই হতে হবে বাস্তবমুখী। সহভাগিতা শেষে ছিল পাপস্বীকার। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার সুব্রত টলেন্টিনু। উপদেশে তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে পাঠের সাথে মিল রেখে শিক্ষকদের অনুপ্রেরনা দান করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে অংশগ্রহণকারীরা পরস্পর পরস্পরকে ফুল দিয়ে শান্তি শুভেচ্ছা জানান। প্রোগ্রাম অফিসার রোজী রংমা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে ধ্যানসভা সমাপ্ত হয়।

সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের আয়োজনে স্বর্গীয় ব্রাদার ডোনাল্ড বেকার সিএসসি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট

ব্রাদার সুবল ত্রিপুরা সিএসসি: গত ১৪-১৫ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ ব্রাদারদের আয়োজনে সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বর্গীয় ব্রাদার ডোনাল্ড বেকার সিত্রসসি'র স্মরণে বাস্কেটবল খেলার আয়োজন করা হয়। ১৪ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে দুপুর ২ টায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়। ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি, স্বর্গীয় ব্রাদার ডোনাল্ড বেকার সিত্রসসি'র সেবা ও প্রৈরিতিক জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন, সেইসাথে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে ব্রাদার বেকারের অবদানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি। উক্ত টুর্নামেন্টে বিভিন্ন গঠন গৃহ ও হোস্টেল থেকে সর্বমোট ৯টি দল অংশগ্রহণ করেন। টুর্নামেন্টের শেষ দিনে পবিত্র ক্রুশ জ্ঞানতপস্যালয়, বাংলাদেশ বনাম পবিত্র ক্রুশ জ্ঞানতপস্যালয়, চেন্নাই এর মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের এই টুর্নামেন্টে পবিত্র ক্রুশ জ্ঞানতপস্যালয়, বাংলাদেশ বিজয়ী হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাদার বিকাশ ভিক্টর ডি রোজারিও সিএসসি। পরিশেষে, ব্রাদার শোভন ভিক্টর কস্তা সিএসসি'র শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট সমাপ্ত হয়।

মুশরইল ধর্মপল্লীর সন্তোষপুর গ্রামের গির্জার প্রতিপালক সাধু পিতর ও পলের মহাপর্ব উদযাপন

ডানিয়েল লর্ড রোজারিওঃ গত ২৯ মে শনিবার মুশরইল ধর্মপল্লীর সন্তোষপুর গ্রামের গির্জার প্রতিপালক সাধু পিতর ও পলের মহাপর্ব উদযাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শ্যামল জেমস গমেজ এবং তাকে সহায়তা করেন পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, ফাদার সুনীল দানিয়েল রোজারিও এবং ফাদার অনিল মারান্ডী। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ফাদার, সিস্টার ও সেমিনারিয়ানসহ প্রায় ৫০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

খ্রিস্টযাগের শুরুতে ফাদার শ্যামল জেমস গমেজ সাধু পিতর ও পলের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন। উপদেশ বাণীতে ফাদার সুনীল দানিয়েল রোজারিও বলেন, "পৃথিবীতে সাধু পিতরের সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটি ইতালির রোমের সাধু পিতর ব্যাসিলিকার সামনে রয়েছে। যে কারিগর এ মূর্তি তৈরি করেছিলেন তিনি নিজেও অবাক হয়েছিলেন এত সুন্দর

মূর্তি দেখে এবং তিনি আবেগের বশে সাধু পিতরের মূর্তির পায়ে হাতুরি দিয়ে আঘাত করেন। এখনও সেই ভাবেই সেই মূর্তি রয়েছে সেখানে। সাধু পিতর প্রথমত যিশুর একজন শিষ্য এবং মণ্ডলীর প্রথম পোপ। সাধু পিতর যিশুর সাথে থেকেও যিশুকে চিনতে পারেনি তাকে অস্বীকার করেছিল। অন্যদিকে সাধু পল হলেন বর্তমান তুরস্কের নাগরিক। বলা হয়ে থাকে বাণীপ্রচারের দিক থেকে যিশুর পরে সাধু পলের অবস্থান।"

খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার দিলীপ প্রশান্ত আইন্দ সকলকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানান এবং পর্বকে সুন্দর করতে যারা নানা ভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পরিশেষে শুভেচ্ছা - আশীর্বাদ বিনিময় ও মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে পর্বীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

দিনাজপুরের ভোটপাড়ায় সেমিনার

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি: গত ৩০ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে মা-মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা ও জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে সেমিনার আরম্ভ করা হয়। পরেরদিন শুক্রবার সকাল ৯ টায় মা-মারীয়াকে মাল্যদান ও ভক্তিমূলক নাচের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়।

"পরিবারের রাণী মা-মারীয়া" মূলসুরকে কেন্দ্র করে ফাদার লাজারুস সরেন মা-মারীয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। আমরা রোজারীমালা প্রার্থনা কেন করি বা করবো? কোথা থেকে এলো? সুন্দর ভাবে তিনি তা উপস্থাপনা করেন। টিফিন শেষে সিস্টার অবলেট এম সি বলেন, পরিবারে প্রতিদিন রোজারীমালা প্রার্থনা করার অভ্যাস করতে হবে। মা আমাদের অনেক সমস্যা সমাধান করবেন, সাহায্য করবেন। এরপর ক্লাসের উপর ভিত্তি করে কুইজ পরীক্ষা নেওয়া হয়। ছোট ছোট প্রশ্ন করেন সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি। এতে সকলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফাদার লাজারুস ও এমসি সিস্টারগণ। কুইজ শেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার লাজারুস সরেন । খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও রোজারীমালা আশীর্বাদ করেন এবং সকলকে প্রদান করেন। দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে পরিবারের রাণী মা-মারীয়ার সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ১১০ জন পুরুষ ও মহিলা, ১ জন ফাদার ৩ জন সিস্টার অংশগ্রহণ করেন।

আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতেপ্রতিপালিকা মা মারীয়ার পর্ব উদযাপন

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস: ৯ দিনের নভেনা ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর ২৭ জুন মহাসমারোহে পালিত হয় আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা নিত্য সাহায্যকারিনী মা মারীয়ার পর্ব। মহাপর্বের খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন সেন্ট পিটার সেমিনারীর পরিচালক ফাদার শ্যামল জেমস গমেজ। আরও উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও এবং ডিকন ডেভিড পিটার পালমা।

শুরুতে ধর্মপল্লীর প্রধান ফটক থেকে গান বাজনা, ধুপ, বাতি, ফুল মালা সহকারে গ্রামের খ্রিস্টভক্ত, ফাদার, ডিকন, সিস্টার সকলেই মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে নির্দিষ্ট স্থানে মূর্তিটি স্থাপন করেন। এরপর মারীয়ার সেনা সংঘের মায়েরা মা মারীয়ার গুণ স্মরণে ১২ টি প্রদীপ স্থাপন করেন।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার শ্যামল গমেজ বলেন, "প্রার্থনা আমাদের জীবনে তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন তা আমার জীবনাচরণে ফুটে উঠবে। মা মারীয়া চিরকাল ঈশ্বরের দাসী হয়ে ঈশ্বরের প্রতি তার নম্রতা ও বাধ্যতার পরিচয় দিয়েছেন ঠিক আমরাও যেন তাঁর আদর্শে জীবনযাপন করতে পারি তবেই জীবন সার্থক হবে। তিনি সকল পিতা মাতাদের উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, ঈশ্বর আমাদের যে সন্তান দান করেছেন তাদের খ্রিস্টীয় আদর্শে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে।" পর্বীয় বিস্কুট আশীর্বাদ ও তা বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় মহাপর্বের প্রথম অংশ ।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল ধর্মপল্লীর পর্ব উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশগ্রহণ করেণ ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ।

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি: গত ৬জুন, বৃহস্পতিবার মুক্তিদাতা হাইস্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখব মরুময়তা অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা।" এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ও অত্র পতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মো: জিল্লুর রহমান, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর, (SAFBIN Project) কারিতাস, রাজশাহী অঞ্চল, সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অতিথিদের আসন গ্রহণ ও ফুলের তোড়া প্রদান করে বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তিদাতা হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা মিসেস সবিতা মারান্ডী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, পরিবেশ রক্ষা করার জন্য আমাদের সকলের ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করার জন্য এই ধরণীর প্রতি আমাদের থাকতে হবে অনেক সহমর্মিতা। প্রধান অতিথিও বৃক্ষ নিধন না করার আহ্বান জানান। আমাদের সকলকেই পরিবেশ বান্ধব হতে হবে।

প্রধান বক্তা মো. জিল্লুর রহমান পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে আলোকপাত করে বলেন কেন আজ পরিবেশের এতো বিপর্যয় আর আমদের করণীয় কি।

প্রধান শিক্ষক মহোদয়ও তার বক্তব্যে বলেন আমরা যেন পরিবেশকে নষ্ট না করি, পরিবেশকে আমরা যদি নষ্ট করি তাহলে পরিবেশও তার প্রতিদান ফিরিয়ে দিবে চরমভাবে। কারণ মনে রাখতে হবে এই ধরিত্রী আমাদের মায়ের মতো। তাই আমাদের আজ অঙ্গীকার করা দরকার আমরা আর পরিবেশ নষ্ট করবো না। পরিশেষে পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কিছু বৃক্ষ রোপণ করার মধ্য দিয়ে কর্মসূচী সমাপ্ত করা হয়।

এসএসভিপি- তেজগাঁও এর আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান

চয়ন এস রোজারিও: গত ০৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার সকাল ১১ টায় এসএসভিপি তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স- তেজগাঁও এ সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অনিমা মুক্তি গমেজের আগমন উপলক্ষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ মাননীয় সংসদ সদস্য অনিমা মুক্তি গমেজকে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদানের মাধ্যমে তাকে স্বাগতম জানান। ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, এসএসভিপি তেজগাঁও কনফারেন্স এর প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এবং সংসদ সদস্য অনিমা মুক্তি গমেজ এর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ৩০ টি শাড়ি সুবিধাবঞ্চিত ও হতদরিদ্র উপকারভোগীদের মাঝে নিজ হাতে বিতরন করেন। শাড়ি পেয়ে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত উপকারভোগীদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য অনিমা মুক্তি গমেজকে ধন্যবাদ ও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা করেন। পাশাপাশি তাদের জীবন-যাপনে কষ্টভোগ, অসহায়ত্ব, চিকিৎসা ও ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য অর্থের অভাব লাঘবে পাশে থাকার জন্য আকুল আবেদন জানান। এই মহতী কাজে আমাদের পাশে ধর্মপল্লীবাসী, বিভিন্ন সংস্থা, দেশী-বিদেশী উপকারী বন্ধুমহল এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের সমর্থন ও অংশগ্রহণের ফলে তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ।

বার্ষিক সাধারণ মিলনসভা (AGM), ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ (বিডিপিএফ)

BANGLADESH DIOCESAN PRIESTS' FRATERNITY • BDPF 1985 • বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘ

তারিখঃ জুলাই ১৬ - ১৯, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ (মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত)

স্থানঃ পবিত্র আত্মা জাতীয় উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা

বিষয়ঃ একবিংশ শতাব্দীর মণ্ডলী ও যাজকঃ সম্ভাব্য প্রেক্ষাপট

এ বার্ষিক সাধারণ মিলনসভা সফলতায় আপনাদের সকলের প্রার্থনা ও সাহায্য-সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

ধন্যবাদান্তে

ফাদার মিন্টু এল, পালমা	ফাদার উইলিয়াম মুর্মু	ফাদার রুবেন এস গমেজ
সভাপতি, বিডিপিএফ	সহ-সভাপতি, বিডিপিএফ	সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

Email: gomesruben1602@gmail.com

বিজ্ঞ/১৫১/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২৪

THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 24

Regd. No. DA-33

❖ 7 - 13 July, 2024, ২৩ - ২৯ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!

যীশুর পবিত্র হৃদয় ধর্মপল্লী'র জয়ন্তী উৎসব ২০২৪

বিশ্বাস প্রকাশে সক্রিয়, স্বদেশ প্রেমে জাগ্রত
শতবর্ষে যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী, রাঙ্গামাটিয়া (১৯২৪-২০২৪)

সম্মানিত সুধী,

যীশুর পবিত্র হৃদয় ধর্মপল্লী রাঙ্গামাটিয়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুরের পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত **ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি জয়ন্তী উৎসব আগামী ২৭, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে**। এ মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশ-বিদেশে অবস্থানরত রাঙ্গামাটিয়াবাসী, তাদের আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী আহ্বানের উর্বর ক্ষেত্র হওয়ায় এই ধর্মপল্লীর অনেক সন্তান দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে পালকীয় সেবাকাজে রত আছেন। তাদেরকেও জুবিলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে।

-: অনুষ্ঠানের সময়সূচী :-

তারিখ	অনুষ্ঠান : শিকড়ের খোঁজে আনন্দ উৎসবে	সময়
২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ	সম্মিলিত আনন্দ র‍্যালী	সকাল ৮:৩০ মিনিট (মিশন প্রাঙ্গণ)
	জুবিলী স্মারক উন্মোচন	সকাল ৯টায়
	মহাখ্রিস্টযাগ	সকাল ৯:৩০ মিনিট
	স্মৃতিচারণ ও সম্মাননা	সকাল ১১:৩০ মিনিট
	প্রীতিভোজ	দুপুর ১টায়
	স্থানীয় ঐতিহ্য ও সম্পদ নিয়ে স্মৃতিচারণ ও ডকুমেন্ট প্রদর্শনী	দুপুর ৩টায়
	স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা	বিকাল ৫টায়
	অনুষ্ঠান : ধর্মীয় জীবন আহ্বান ও সম্মান-স্বীকৃতির সংস্কৃতির অন্বেষায়	
২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ	মহাখ্রিস্টযাগ (ধর্মপল্লীর সন্তান যারা বিশপ, যাজক, ব্রাদার, সিস্টার হয়েছেন ও হতে ইচ্ছুক তাদের উপস্থিতিতে)	সকাল ৯টায়
	জীবন সহভাগিতা	সকাল ১০:৩০ মিনিট
	সম্বর্ধনা	সকাল ১১:৩০ মিনিট
	প্রীতিভোজ	দুপুর ১টায়
	মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা	দুপুর ৩টায়
	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লটারী ড্র	বিকাল ৫টায়

ফাদার আলবিন গমেজ
পাল-পুরোহিত ও আহ্বায়ক
জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

সুমন্ত পালমা
সেক্রেটারী
জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

বিজ্ঞ/১৫৩/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org